NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ প্রতীকী ক্লাসে পড়ুয়ারা, প্রতিবেদন তলব করল শিশু অধিকার কমিশন

২৬'কে লক্ষ্য করে ভুয়ো বুথ কমিটি ধরতে বিজেপির স্ক্রুটিনি অভিযান ৩

কলকাতা ১৯ মে ২০২৫ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.05.2025, Vol.18, Issue No. 336, 8 Pages, Price 3.00

হত জঙ্গি

■পাকিস্তানে নিহত লস্কর-এ-তইবার অন্যতম শীর্ষ নেতা রাজাউল্লাহ নিজামনি ওরফে আবু সইফুল্লা ওরফে সইফুল্লা খালিদ। রবিবার পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই জঙ্গিনেতার। রবিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরনোর পরে একটি রাস্তার মোড়ে সিন্ধ প্রদেশের মাটলি ফালকারা চকের কাছে একদল অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি গুলি করে হত্যা করেছে তাকে। পাকিস্তানের সরকারের তরফে নিরাপত্তা দেওয়া হত লস্করের ওই শীর্ষ নেতাকে।

মৃত ১৭

■ রবিবার সকালে পুরনো হায়দরাবাদ শহরে চারমিনারের কাছে একটি বহুতল বাড়িতে আগুন লাগে। ওই বহুতলের নীচে সারি সারি সোনার দোকান। আর ওপর তলায় থাকত দোকানদারদের পরিবার। দমকল সূত্রে খবর, ওই অগ্নিকাণ্ডে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই ১৭ জনের মধ্যে আট জনই শিশু। ঘটনাস্থলে দমকলের ১১টি ইঞ্জিন পৌঁছে কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

১৫ শিক্ষককে পুলিশের তলব, গরহাজিরায় গ্রেপ্তারির হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তির ঘটনার জেরে এবার আইনি পদক্ষেপ। বিধাননগর উত্তর থানার পক্ষ থেকে ১৫ জন শিক্ষককে নোটিস পাঠিয়ে ২১ মে সকাল ১১টার মধ্যে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। না এলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস)-র ৩৫(৬) ধারায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে বিক্ষোভের সময় আন্দোলনকারীরা সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারি কাজে বাধা এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে লিপ্ত হন। সেই সূত্র ধরেই শুক্রবার থানায় সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা, ভাঙচুর ও বিশৃঙ্খলার অভিযোগে মামলা রুজু করে পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে, অভিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন, তাই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।

পুলিশ জানায়, আন্দোলনের সময় সাত ঘণ্টা অপেক্ষার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে পদক্ষেপ করতে হয়। এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার জানান, 'পুলিশ প্রথম থেকেই সংযত ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছিল, তাই ব্যবস্থা নিতে হয়।' চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবি, তাঁরা নতুন করে পরীক্ষা দেবেন না। পুরনো চাকরিই ফিরিয়ে দিতে হবে। আন্দোলন চলবে যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রী এসে তাঁদের আশ্বস্ত করেন। তাঁদের বক্তব্য, নোটিস পাওয়ার পর আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন। এর আগেও কসবা সহ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের সঙ্গে চাকরিহারাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এবার বিকাশ ভবনের ধস্তাধস্তি ঘিরে ফের উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি।

এদিকে, চাকরি হারানো দৃষ্টিহীন এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবার সরাসরি পথে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল হওয়া ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগপ্রক্রিয়ায় তাঁদের অনেকেই ছিলেন। রবিবার বিকেল ৩টে থেকে বিকাশ ভবনের সামনে তাঁরা নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানাবেন, শোনাবেন কীভাবে জীবনসংগ্রামে জিতে নেওয়া যায়। তার পাশাপাশি রাস্তায় বসিয়ে বাচ্চাদের পড়াবেন তাঁরা। শুরু হবে 'উদয়নের পাঠশালা'।

গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন চাকরিহারারা। জায়গাটি নোংরা হয়ে পড়ায় রবিবার নিজেরাই ঝাড়ু হাতে নেমে এলেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বিকাশ ভবনের সামনের রাস্তা সাফ করলেন তাঁরা। যদিও রবিবার ছুটির দিন হওয়ায় বড় কোনও কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়নি, তবে আন্দোলন জারি থাকবে বলেই জানিয়েছে 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ'। সেই কর্মসূচিতেই দৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যোগ দিচ্ছেন। তাঁরা পথেই বসে দাবিপূরণে স্লোগান তুলবেন, শিশুদের পড়িয়ে প্রতিবাদ জানাবেন।

এই আন্দোলন ঘিরে স্কুলপড়ুয়াদের সহানুভূতিও মিলেছে। শনিবার কিছু পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকরা আন্দোলনস্থলে এসে শিক্ষকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীরাও পদযাত্রায় অংশ নিয়েছে। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬-র পুরো এসএসসি প্যানেল বাতিল করে জানিয়েছে, নিয়োগে কারচুপি হয়েছে। রাজ্যের ২৫,৭৫২ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে। তাঁদের মধ্যেই রয়েছেন দৃষ্টিহীন ও বিশেষ ভাবে সক্ষম বহু শিক্ষকও। তাঁদের প্রতিবাদে এদিন নতুন মাত্রা যোগ করল বিকাশ ভবনের সামনে এই অভিনব পাঠশালা।

২৬-এর ভোট হিন্দুদের বাঁচার লড়াই: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব মেদিনীপুর: পূর্ব মেদিনীপুরে উলটপুরাণ! জেলা পরিষদের বিজেপি সদস্য বুলুরানি করণ যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। স্বাভাবিক ভাবেই যা নিয়ে চর্চা শুরু হয় জেলার রাজনীতিতে। এরপরেই মাস্টারস্ট্রোক রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।

তৃণমূলের হুমকিতেই দলত্যাগ করেছিলেন বিজেপির জনপ্রতিনিধি বুলুরানি। যদিও ফের তিনি সপরিবারে ফিরে এলেন বিজেপিতে। বুলুরানি করণ বর্তমানে অসুস্থ। রবিবার খেজুরিতে তাঁর বাড়ি যান শুভেন্দু অধিকারী। হাতে পদ্মফুল তুলে দিয়ে বলেন, এই ফুল আপনার। নিজের ঘরে এটি নিজের কাছেই রাখুন।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, 'তেইশের পঞ্চায়েত ভোটের পর থেকেই পুলিশকে কাজে লাগিয়ে অনেককে হুমকি দিয়ে, বলপ্রয়োগ করে, মিথ্যা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের অনেককে এদিক-ওদিক করেছিল তৃণমূল। এটা ওদের অভ্যাস। বুলুরানি করণকেও ঘটা করে দলে নিয়েছিল। তবে তাঁর সঙ্গে আরও যাঁরা দলত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা বিজেপিতে ফিরছেন। আমি তাঁদের সকলের বাড়িতে যাচ্ছি। বিজেপি তাঁদের নিজেদের ঘর। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন হিন্দুদের বাঁচার লড়াই। সমস্ত হিন্দু ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন।'

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য বুলুরানি করণের হাতে পদ্মফুল তুলে দিয়ে বিজেপিতে ফেরালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

পাকিস্তানে বন্ধুকে ফোন করলে দোষের কী, প্রশ্ন জ্যোতির বাবা

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া জ্যোতি মালহোত্রাকে নিয়ে দেশজুড়ে শোরগোলের মাঝেই মেয়ের সপক্ষে মুখ খুললেন তাঁর বাবা হরিশ মালহোত্রা। তাঁর দাবি, পাকিস্তানে যদি বন্ধু থাকে তবে ফোন করলে দোষের কী? পাশাপাশি পুলিশ যে ফোনগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে, তা ফেরত চাইলেন তিনি।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার হরিয়ানার জ্যোতি-সহ আরও ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের পাক যোগের একাধিক তথ্য তদন্তকারীদের হাতে এসেছে। এহেন পরিস্থিতিতে সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেয়ের সপক্ষে জ্যোতির বাবা হরিশ বলেন, 'নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ভিডিও তুলতে ও প্রায় পাকিস্তান-সহ অন্যান্য জায়গায় যেত।' তবে গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়ে সরাসরি কিছু না বললেও হরিশ বলেন, 'যদি ওখানে তাঁর বন্ধু থাকে, তবে ও তাঁদের ফোন করতে পারবে না? আমার কোনও দাবি নেই। কিন্তু আমাদের যে ফোনগুলি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে তা ফেরত দেওয়া হোক।'

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে, ভারতে পাক দূতাবাস কর্মী এহসান উর রহিম ওরফে দানিশের সঙ্গে জো-র (এই নামেই নিজেরকে পরিচয় দেন জ্যোতি) আলাপ। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা। এই দানিশকে ইতিমধ্যেই পাক দূতাবাসে থেকে গুপ্তচরবৃত্তির আড়ালে ভারত থেকে বের করে দিয়েছে নয়াদিল্লি। তাকে 'পার্সোনা নন গ্রাটা' অর্থাৎ অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে বিতাড়িত করেছে ভারত সরকার। দানিশ সম্পর্ক তদন্ত করতে গিয়েই প্রথমে জ্যোতির নাম পান তদন্তকারীরা। এই দানিশেরই 'বিশেষ আমন্ত্রণে' গত বছর পাক দূতাবাসে ইফতার পার্টিতে যায় জ্যোতি। এবং পুরো বিষয়টির ভিডিও করে সে। সেই ভিডিওটি দেখেই সন্দেহ হয় গোয়েন্দাদের।

হরিয়ানার সমাজমাধ্যম প্রভাবী জ্যোতি মালহোত্রার মোবাইলে 'জাট রনধাওয়া' নামে কার নম্বর সেভ করা ছিল? কে ওই সন্দেহভাজন ব্যক্তি? শনিবার হরিয়ানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করার পর এমন বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসতে শুরু করেছে। পুলিশের এফআইআর অনুসারে, ওই গোটা পর্বে এহসান-উর-রহিম ওরফে দানিশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বস্তুত, এই দানিশ ছিলেন নয়াদিল্লিতে পাকিস্তানি হাই কমিশনের এক আধিকারিক। সম্প্রতি তাঁকে এ দেশে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। তাঁকে ভারত ছাড়ার নির্দেশও দেওয়া হয়।

পুলিশি জেরায় জ্যোতি স্বীকার করেছেন, দানিশের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। দানিশের মাধ্যমেই বাকি

এরপর দুয়ের পাতায়

সকালে শুভেন্দু-বিকেলে মমতা, আজ সরগরম উত্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ সরগরম উত্তরবঙ্গ। সোমবার থেকে চারদিনের শিলিগুড়ি সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর বাণিজ্য বৈঠকের আগেই বানারহাটে পদযাত্রা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। রাজ্য-রাজনীতির দুই হেভিওয়েটের সফর ঘিরে সরগরম উত্তর।

সোমবার তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকালেই কলকাতা থেকে বাগডোগরা পৌঁছে শুরু হবে সফর। সরকারি কর্মসূচির ছায়াতলে এই সফরের রাজনৈতিক তাৎপর্যও যথেষ্ট, বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকেরা। বিশেষ করে, গত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলায় তৃণমূলের সংগঠন ও জনভিত্তি উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। কোচবিহার ছাড়া বাকি লোকসভা আসনগুলি গতবার বিজেপির দখলে থাকলেও, পরবর্তী সময়ে উপনির্বাচনে তৃণমূলের সাফল্য এবং আলিপুরদুয়ারের বিজেপি বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও প্রাক্তন সাংসদ জন বার্লার তৃণমূলে যোগদান রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে।

অন্যদিকে মমতা সোমবার শিলিগুড়িতে পৌঁছনোর আগেই সকালে আসছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি আবার বাগডোগরা পৌঁছে বানারহাটে বার্লার ঘাটিতে গিয়ে সভা করবেন। সোমবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে, যেখানে উত্তরবঙ্গের শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসবেন তিনি। এ বছরের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে রাজ্যের উদ্যোগে প্রথমবার উত্তরবঙ্গে আয়োজিত হচ্ছে 'সিনার্জি' শিল্প সম্মেলন। শিল্পপতিদের অভিমত শোনার পাশাপাশি আগামী দিনের উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপরেখাও তুলে ধরবেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার ডাবগ্রামের ভিডিওকন গ্রাউন্ডে হবে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দাদের হাতে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের। সফরের শেষ দিন, বুধবার, উত্তরকন্যা ভবনে উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার জেলাশাসক, প্রশাসনিক

এরপর দুয়ের পাতায়

ধৃত জ্যোতির সঙ্গে পুরীর সমাজমাধ্যম প্রভাবীর যোগ, হরিয়ানায় গ্রেপ্তার আরও ১

চণ্ডীগড়, ১৮ মে: পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা গ্রেপ্তারের পরই তদন্তে জানা গেল, পুরীর এক সমাজমাধ্যম প্রভাবীর সঙ্গে পরিচয় ছিল জ্যোতির। ওই তরুণীরও পাকিস্তান যোগসূত্র থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে ওড়িশা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে পুরী গিয়ে এক নেটপ্রভাবীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন জ্যোতি। ওই তরুণীও সম্প্রতি পাকিস্তানের কর্তারপুরে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পুরীর পুলিশ সুপার বিনীত আগরওয়াল সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'হরিয়ানা থেকে ধৃত ইউটিউবার জ্যোতির সঙ্গে পুরীর বাসিন্দা তরুণীর কোনও যোগসূত্র আছে কিনা এবং দু'জনে মিলে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন কিনা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আমরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থা এবং হরিয়ানা পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছি। এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। যদি তদন্তে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়, তা হলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই জ্যোতির ভিডিয়োগুলি আতশকাচের তলায় রয়েছে। জ্যোতির সমাজমাধ্যমের পুরনো ভিডিওগুলি ঘাঁটলেই দেখা যাবে, গত সেপ্টেম্বরে পুরী সফরের সময় জগন্নাথ মন্দিরের অদূরে দাঁড়িয়ে একাধিক ছবি এবং ভিডিও তুলেছিলেন জ্যোতি। দেখা করেছিলেন পুরীর ইউটিউবারের সঙ্গেও। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার দুপুরে পুরীর ওই ইউটিউবারকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তদন্তকারীদের একটি দল। জ্যোতির পুরী সফর সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে। বিশেষত, জ্যোতি কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলেন, কার কার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, সে সবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জ্যোতির একটি ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। নাম 'ট্রাভেল উইথ জো'। সেখানে মূলত ভ্রমণের ভিডিওই পোস্ট করতেন তিনি। তাঁর অনুগামীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার। জ্যোতির ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, তিনি মাস দুয়েক আগে, অর্থাৎ পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর ঘটনার আগে পাকিস্তান গিয়েছিলেন। আটারি-ওয়াঘা সীমান্ত পেরিয়ে ও পারে যাওয়া, লাহোরের আনারকলি বাজার, পাক পঞ্জাবের কটাস রাজমন্দির ঘুরে দেখার ভিডিও রয়েছে। পাকিস্তানের খাবার এবং ভারত-পাকিস্তানের সংস্কৃতির তুলনা করেও ভিডিও বানিয়েছিলেন ইউটিউবার। বছরখানেক আগে কাশ্মীরে যাওয়ার ছবি-ভিডিও রয়েছে তাঁর সমাজমাধ্যমের পাতায়। সেই সব নিয়েই এখন চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে।

অন্যদিকে, পাক চরবৃত্তির অভিযোগে হরিয়ানা থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর সঙ্গেও জ্যোতির যোগাযোগে ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। চরবৃত্তির অভিযোগে শনিবার হরিয়ানা থেকে আরমান নামে ২৬ বছরের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর সঙ্গে জ্যোতির যোগসূত্র মিলেছে বলে দাবি। জানা গিয়েছে, মোটা টাকার বিনিময়ে ভারতীয় সেনার একাধিক তথ্য জ্যোতিকে পাচার করতেন অভিযুক্ত। আর সেই তথ্যই পাকিস্তান হাই কমিশনের এক আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দিতেন জ্যোতি।

উল্লেখ্য, তদন্তকারীরা জ্যোতি সম্পর্কে জানিয়েছেন, যখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর চলছে, সেই সময় ভারতের একের পর এক গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচার করছিলেন জ্যোতি। এমনকী পেশায় ট্রাভেল কনটেন্ট ক্রিয়েটার এই মহিলা অপারেশন সিঁদুরের আগে তিন বার পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ২০২৩ সালে ভারতে নিযুক্ত পাক দূতাবাস কর্মী এহসান উর রহিম ওরফে দানিশের সঙ্গে জোত্যির আলাপ হয়। অভিযোগ, সেই সময় থেকেই পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি শুরু তাঁর। ট্রাভেল ভিডিও বানানোর নামে পাকিস্তান গিয়ে জ্যোতি একাধিক আইএসআই এজেন্ট এবং কর্তার সঙ্গে দেখা করেছেন। তাদের মধ্যে শাকির এবং রান শাহবাজ নামের দুই পাক এজেন্টের সঙ্গে জ্যোতির নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। গত তিন বছরে হরিয়ানা এবং পঞ্জাবে বড় চর নেটওয়ার্ক তৈরি করেন জ্যোতি, এমনটাও দাবি গোয়েন্দাদের।

জ্যোতির প্রোফাইল খুটিয়ে দেখা যায়, একাধিকবার পাকিস্তানে গিয়েছে জো। ট্রাভেল ভিডিও বানানোর নামে

এরপর দুয়ের পাতায়

কোর বৈঠকে কেষ্ট-কাজল অনুব্রতকে ফোন মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: দল আগে, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নয়; এই বার্তাই স্পষ্ট হয়ে উঠল রবিবার বোলপুরের তৃণমূল জেলা পার্টি অফিসে। দীর্ঘদিন পর মুখোমুখি বসেন বীরভূমের প্রভাবশালী নেতা অনুব্রত মণ্ডল ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। দলের কোর কমিটির বৈঠকে দু'জনেই উপস্থিত থেকে তৃণমূলের সংগঠন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এদিনের বৈঠক চলাকালীন কেষ্টকে ফোন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুব্রতর সঙ্গে কিছু সময় কথাও বলেন তিনি। যদিও তাঁদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে, তা প্রকাশ করেননি অনুব্রত।

বিকাশ রায়চৌধুরী নামে এক কোর কমিটি সদস্য জানান, অনুব্রতর পরামর্শ অনুযায়ীই জেলার সংগঠন কাজ করবে বলে এদিন একমত হয়েছেন সকলেই। পাশাপাশি কোর কমিটির বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডলের আগেই ঘোষিত ২৫ থেকে ২৭ মে; তিন মহকুমায় মিছিলের কর্মসূচিতেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতি মাসে দু'টি করে কোর কমিটির বৈঠক হবে। পরবর্তী সভার দিন ঠিক হয়েছে; ১৪ জুন সিউড়ি ও ২৮ জুন রামপুরহাট।

প্রসঙ্গত, সদ্য শেষ হওয়া সাংগঠনিক রদবদলের পর বীরভূম জেলার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাত সদস্যের কোর কমিটিকে। আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে কমিটিতে রয়েছেন জেলার দুই সাংসদ; শতাব্দী রায় ও অসিত মাল। জেলা চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পেয়েছেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগেই এই কোর কমিটির বৈঠক ডাকা হয় ১৮ মে, রবিবার। তিনি জানান, দল একটাই; তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথনির্দেশ মেনেই চলবে সংগঠন। যদিও ব্যক্তিগত কারণে অনুপস্থিত ছিলেন সাংসদ শতাব্দী রায় এবং পূর্বঘোষিত কর্মসূচির কারণে আসেননি বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা।

দলের অন্দরে অনুব্রত ও কাজল শেখের সম্পর্ক নিয়ে নানা জল্পনা থাকলেও, কাজল শেখ আগেও অনুব্রতকে 'রাজনৈতিক গুরু' বলে স্বীকার করেছেন। এদিনও তাঁদের সদর্থক আলোচনায় সেই বার্তাই স্পষ্ট হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। অনুব্রত-শিবিরের দাবি, অনুব্রতকে মাথা ঠান্ডা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন দলনেত্রী। এ-ও বলেছেন, অনুব্রত চাইলে কোর কমিটির বৈঠক ডাকতেই পারেন। কিন্তু উত্তরে কেষ্ট 'দিদি'কে জানান, হিসাবমতো তিনি বৈঠক আর ডাকতে পারেন না। তাই দলের চেয়ারপার্সন হিসাবে বৈঠক ডাকবেন আশিসই। এরপরেই কেষ্টকে ভালো করে এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন মমতা।

যদিও বীরভূমে দলের অন্য একটি শিবির দাবি করছে, বৈঠকের মাঝে দলনেত্রী মমতা অনুব্রতকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি যাতে ভবিষ্যতে বীরভূমে নিজে থেকে কোনও মিটিং-মিছিল না ডাকেন। দলনেত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, দলের কোনও কর্মসূচির আয়োজন করার থাকলে, তা আশিসই করবেন। বৈঠকে উপস্থিত এক নেতা নাম না প্রকাশের শর্তে দাবি করেছেন, জেলা সভাপতি পদে থাকাকালীন বীরভূমে তিনটি মহকুমায় চলতি মাসে মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন অনুব্রত। সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। অনুব্রতের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে অনুমোদনও দেয় কোর কমিটি। পরে দলনেত্রী ফোন করলে তাঁকেও বিষয়টি জানানো হয়। জেলার ওই নেতার দাবি, সব শোনার পর মমতাও কেষ্টকে ওই মিছিল করার অনুমতি দিয়েছেন। পাশাপাশিই তাঁর নির্দেশ, এর পর থেকে জেলায় কোনও কর্মসূচি করার থাকলে, তা নিয়ে যাতে আগে কোর কমিটিতে আলোচনা হয়। সেখানে অনুমোদিত হলে তবে ওই কর্মসূচির আয়োজন করবেন আশিস।

তবে অনুব্রত এবং মমতার মধ্যে আসলে কী কী বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে, তা নিয়ে কোনও শিবিরই প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি। দলের তরফেও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। ঘণ্টাখানেকের বৈঠক শেষে রামপুরহাটের বিধায়ক তথা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বলেন, 'অনুব্রত মণ্ডল আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, আগামী ২৪ মে রামপুরহাট, ২৫ মে বোলপুর এবং ২৬ মে সিউড়িতে বড় মিছিল হবে। যা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, কেন কোর কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়াই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে? আজ কোর কমিটির বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডলের ঘোষিত কর্মসূচিতে মান্যতা দেওয়া হয়েছে।' আশিস আরও জানান, এবার থেকে প্রতি মাসে দু'বার করে কোর কমিটির বৈঠক হবে। এরপরের বৈঠক হবে ১৪ জুন। সেটি হবে সিউড়িতে। পরেরটি হবে বোলপুরে, ২৮ জুন তারিখে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

AFFIDAVIT

I, ASNEHA KUMARI D/O Ravi Kumar Singh residing at Balindi 7 No. Gate, P.O.- Mohanpur, P.S.- Haringhata, Dist. - Nadia, PIN - 741246, W.B. have changed my name and shall henceforth be known as ASHNEHA KUMARI as declared before the court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no. 4455 dated 04.04.2025. ASNEHA KUMARI and ASHNEHA KUMARI both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, PUSHPA KUMARI W/O Ravi Kumar Singh residing at Balindi 7 No. Gate, P.O.- Mohanpur, P.S.- Haringhata, Dist. - Nadia, PIN-741246, W.B. have changed my name and shall henceforth be known as PUSHPA DEVI as declared before the court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit no. 4454 dated 04.04.2025. PUSHPA KUMARI and PUSHPA DEVI both are same and identical person.

নাম-পদবী

গত ১৪/০৫/২০২৫ S.D.E.M., পূর্ব বর্ধমান, কোর্টে ১৫৭৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Riajuddin @ Sk. Riaz Uddin (old name) S/o. Sekh Abdul Haque, R/o. Putunda, Saktigarh, Purba Bardhaman-713149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Riazuddin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk. Riajuddin @ Sk. Riaz Uddin & Sekh Riazuddin S/o. Sekh Abdul Haque, উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Sabina Yasmin.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম -পদবী

গত 12/03/25 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 1410 নং এফিডেভিট বলে আমি Vishal Gowala S/o. Gopal Gowala R/o. Majher Gowala Para, Angus, Bhadreswar, Hooghly-712221 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Vishal Gowala & Vishal Yadav, আমার পিতা Gopal Gowala & Gopal Yadav ও আমার মাতা Suchitra Gowala & Suchitra Yadav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 06/05/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3488 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Altab Hossain (old name) S/o. Sk Nasir, R/o. Bhatua, Rajhat, Polba, Hooghly-712123, নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Altab (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sekh Altab Hossain & Sk Altab S/o. Sk Nasir উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯ শে মে। সোম বার। ৪ ঠা জ্যৈষ্ঠ । কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরি গুরু র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে পাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

**(ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের প্রয়াণ দিবস।
সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী গীতা দাস** স্বামী অরুন চন্দ্র দাস সাকিম বৈদ্যবাটী, গোবিন্দ মুখার্জ্জী লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২৪০২, **২)শ্রীমতী রমা দে,** স্বামী মোহন লাল দে, সাকিম বাহিরখন্ড, হরিপাল, হুগলী-৭১২৫০৪, **৩)শ্রীমতী গঙ্গা হালদার** স্বামী অশোক হালদার ওরফে অশোকপদ হালদার, **৪)শ্রীমতী যমুনা নাগ, ৫)শ্রীমতী শান্তনা নাগ, ৬)শ্রীমত্যা মৃণালিনী নাগ,** ৪ ও ৫ এর পিতা ও ৬ নং এর স্বামী ৺কালিচরণ নাগ, ৩ থেকে ৬ নং এর সাকিম সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২২/০৯/২০০৩ তারিখে ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-96/2003 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাদিগকে **(১)শ্রী বিশ্বনাথ নাগ ২)শ্রী অমরনাথ নাগ** উভয়ের পিতা ৺কালিচরণ নাগ, উভয়ের সাকিম সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমরা নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৭/০৫/২০১৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1705/18 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সন্ন্যাসী পাল** পিতা অনিল পাল সাকিম কেওটা ৩নং রাধারানী কলোনী, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়কে ১ কাঠা ০৪ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ১২৫, ৬০৯, ৬৩৬, ৯৯১, ১৭১১, ১৭৭৪, ২১১০, ২১৩৭, ২২১৮ ও ২৫২৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩৫২৮ তথা হাল এল.আর ৫৯০১ নং দাগে বাগান ১ কাঠা ০৪ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী সন্ন্যাসী পাল** পিতা অনিল পাল তাহার খরিদা সম্পত্তি নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-

(১) শ্রী বিশ্বনাথ নাগ, (২) শ্রী অমরনাথ নাগ
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা রুনু শীল,** স্বামী - মৃত কার্ত্তিক চন্দ্র শীল ওরফে কার্ত্তিক শীল, সাকিম - খামারপাড়া বকুলতলা লেন(ঘোষপাড়া), বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়া বিগত ইং ০৩/১২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১৩৮৫৫/২০২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী গোপাল সরকার,** পিতা মৃত নরেশ চন্দ্র সরকার, সাকিম – খামারপাড়া বকুলতলা নিউ কলোনী,বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। **তপশিল** - জেলা - হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, মৌজা - খামারপাড়া, জে. এল. নং - ২২, হাল এল.আর. ৪৭১ নং তথা বর্তমানে **রুনু শীল** নামীয় হাল.এল.আর. 3877 খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ১০০২ নং ও হাল এল.আর ১৩৮২ নং দাগে বাস্তু জমির পরিমান ০.০৩৩ একর সম্পত্তি ও হাল এল.আর. ১৮২, ৮১৭, ১০৩২, ১১০১ ও ১৩৪১ নং তথা বর্তমানে **রুনু শীল** নামীয় হাল.এল.আর. 3877 খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ১২১১ নং ও হাল এল.আর ১৬০৪ নং দাগে ভিটি জমির পরিমান ০.০৫৪ একর সম্পত্তি ও আর.এস. ১০০৩ নং ও হাল এল.আর ১৩৮৩ নং দাগে ডোবা জমি বর্তমানে ভিটি জমির পরিমান ০.১৫২ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত সম্পত্তিটি মাঝের চর,কল্যাণী নিবাসী **শ্রীমতী কুমকুম রায়,** স্বামী চন্দ্রেশ্বর রায় মহাশয়াকে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ০.১৫২ একর সম্পত্তির মধ্যে ১ কাঠা ১১ ছটাক ২১ বর্গফুট সম্পত্তি এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০২৮৪৬/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন। তৎপরে আমার মক্কেল তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০২৮৪১/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে রামেশ্বরপুর টোলা নিবাসী **শ্রী দেব কুমার,** পিতা - বলিরাম সিং মহাশয়কে হাল এল.আর ১৩৮২ নং দাগ হইতে ০.০৩৩ একর সম্পত্তি ও হাল এল.আর ১৬০৪ নং দাগ হইতে ০.০১৭ একর সম্পত্তি মোট দুইটি দাগ হইতে ০.০৫ একর সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **কুমকুম রায়** ও **দেব কুমার,** উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন : সন্তোষ কুমার সিং, হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১,** ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র : সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার : সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি : প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার : নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম : অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ : শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর : ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন : প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি : সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন : দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি : শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

দিঘার জগন্নাথ কালচারাল সেন্টারে তৃণমূলের ব্যাজ! মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট ঘিরে 'ধর্মীয় অপমান' বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টারের ভিতরে তৃণমূলের ব্যাজ! পূজারীর গলাতেও শাসকদলের পরিচয়পত্র! সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোস্ট ঘিরে হিন্দু ধর্ম অবমাননার অভিযোগে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। পুরীর শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ এক ঘোষণায় বলেন, 'উৎকল প্রান্তে অবস্থিত জগন্নাথ পুরী হিন্দুধর্মাবলম্বীদের পরম তীর্থস্থান, যাকে আমরা বলি শ্রীজগন্নাথ ধাম। এখানকার আধ্যাত্মিক মর্যাদা অনস্বীকার্য।' ঠিক সেই জায়গাতেই তৃণমূলের দলীয় ব্যাজ পরে, দলের পরিচয়পত্র গলায় ঝুলিয়ে যেভাবে কিছুজনকে মন্দির চত্বরে বসতে দেখা গেল, তা 'চরম অসম্মানজনক' বলেই মনে করছে একাংশ। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এই সফরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন তৃণমূল নেত্রী তথা প্রাক্তন মন্ত্রীর কন্যা ও মানিকতলার বিধায়ক শ্রেয়া পাণ্ডে। ধর্মীয় ভ্রমণের নামে তাঁর তীর্থযাত্রার একাধিক ছবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শেয়ার করেছেন নিজের ব্যক্তিগত সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে। প্রশ্ন উঠেছে,

একজন নেত্রীর পারিবারিক ভ্রমণ কেন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব পেজ থেকে সরাসরি প্রচারিত হবে? তবে বিতর্কের কেন্দ্রে শুধু ছবিই নয়, ছবি ঘিরে থাকা চিহ্নও। একটি মন্দিরের ভিতরে (যা জগন্নাথ কালচারাল সেন্টার হিসেবে পরিচিত), পূজারীর বেশে যিনি বসে রয়েছেন, তাঁর গলাতেও তৃণমূলের ব্যাজ! রাজনৈতিক প্রতীক কি তবে পবিত্র ধর্মাচরণের অংশ হয়ে উঠেছে? এই প্রশ্নে সরব সামাজিক মাধ্যম। বিরোধীদের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ঘনিষ্ঠ মহলের প্রচার করতে গিয়ে হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগের অপমান করেছেন। এক জনপ্রিয় মুখকে সামনে রেখে দলীয় প্রতীককে মন্দিরের মতো পবিত্র স্থানে ঢুকিয়ে এই রাজনীতি নোংরা, কুৎসিত এবং ইচ্ছাকৃত বলেই অভিযোগ তুলেছেন অনেকে।

পুরো বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্ব এখনও মুখ খোলেননি। তবে বিজেপির নেতা তুষার কান্তি ঘোষ বলেন, 'ধর্মস্থানে রাজনৈতিক প্রচার কেন? এটা হিন্দু সমাজের পবিত্রতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী কি এবার ব্যক্তিগত প্রচারের জন্য ঈশ্বরকেও ব্যবহার করবেন?'

প্রায় একমাস বাতিল থাকবে চক্রধরপুর বিভাগের বহু ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ-পূর্ব রেলের চক্রধরপুর বিভাগে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের কারণে আগামী ২০ মে থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত একাধিক ট্রেন বাতিল, সংক্ষিপ্ত রুটে চালান এবং রুট পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ গত বৃহস্পতিবার এই পরিবর্তনের বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করেছে। বাতিল ট্রেনের তালিকায় রয়েছে, হাওড়া-জগদলপুর এক্সপ্রেস, টাটানগর- এনএসসি বোস ইটাওয়াহ এক্সপ্রেস, হাওড়া-বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, টাটানগর- গুয়াহাটি মেমু, টাটানগর-রাউরকেল্লা মেমু, টাটানগর- বিলাসপুর এক্সপ্রেস, বিলাসপুর-টাটানগর এক্সপ্রেস।

সংক্ষিপ্ত রুটে চলা ট্রেনসমূহের তালিকায়, হাওড়া-তিতলাগড় এক্সপ্রেসের সংক্ষিপ্ত রুট করা হয়েছে টাটানগর পর্যন্ত। কান্তাবাঞ্জি-হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেস যাবে রাউরকেল্লা পর্যন্ত। অন্যদিকে পুরী-যোগনগরী ঋষিকেশ এক্সপ্রেস কটক-সংবলপুর সিটি-ঝারসুগুডা রোড হয়ে চলবে। যোগনগরী-পুরী এক্সপ্রেস ঝারসুগুডা রোড-সংবলপুর সিটি-কটক হয়ে চলবে। আরা-দুর্গ সাউথ বিহার এক্সপ্রেস, কন্দ্রা-সিনি হয়ে (টাটানগর পরিহার করে) চলবে। দুর্গ-আরা সাউথ বিহার এক্সপ্রেস, সিনি-কন্দ্রা (টাটানগর পরিহার করে) হয়ে চলবে। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিজেদের যাত্রাপথ, সময়সূচি ও স্টেশনভিত্তিক তথ্য আগে থেকে যাচাই করে নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হওয়ার পর রেলের গতি ও নিরাপত্তা আরও উন্নত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

সকালে শুভেন্দু-বিকেলে মমতা, আজ সরগরম উত্তর

প্রথম পাতার পর

কর্তারা এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে বসবেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গে রাজনৈতিক ভিত আরও মজবুত করাই যে এই সফরের অন্যতম লক্ষ্য, তা বলাই বাহুল্য।

মমতার সফরের আগে এখন থেকেই সেজে উঠছে শিলিগুড়ি। পোস্টার, ব্যানার, ফ্লেক্সে ছয়লাপ মমতার যাত্রাপথ।

অন্যদিকে বানারহাটে গেরুয়া পতাকায় মুড়ছে রাস্তা। সব মিলিয়ে ভোটের আগে দুই দলের দুই হেভিওয়েটকে সামনে রেখে ছাব্বিশের সলতেটা পাকিয়ে নিতে চাইছেন উত্তরের দুই শিবিরের নেতারাই।

বিশ্ব এখন মানছে, ভারতীয় শতাব্দী শুরু হয়েছে, দাবি সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বের দ্রুততম অগ্রসরমান বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে ভারতের সাফল্যে গর্বিত দেশের মানুষ। আর সেই উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তিকে কুর্নিশ জানালেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এক্স হ্যান্ডেলে রবিবার তিনি লিখেছেন,'বিশ্বমঞ্চে আজ ভারত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অনিশ্চয়তার আবহেও জাতিসংঘ ভারতের জন্য ৬.৩ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। এই সংখ্যা ভারতের অর্থনৈতিক দৃঢ়তা ও জনগণের আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন।' তাঁর মতে, এই উত্থানের পিছনে রয়েছে দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তি, কৌশলগত সরকারি বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যতমুখী নীতির পরিস্কার

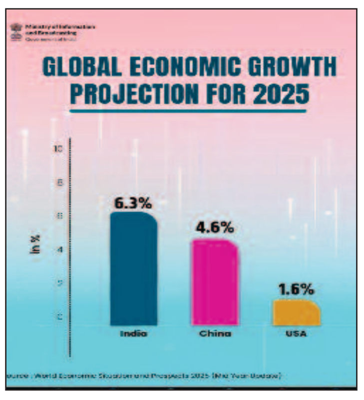

রূপরেখা। তবে সব কিছুর মূলে রয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি'র নেতৃত্ব, সংস্কারমুখী পদক্ষেপ, ডিজিটাল উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতির লক্ষ্য আজ ভারতকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। 'আত্মনির্ভর ভারত' আজ আর স্বপ্ন নয়, তা সফল বাস্তবতা।' তিনি আরও দাবি করেন, 'ভারত এখন শুধু বিশ্ব অর্থনীতির অংশ নয়, বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক গতিপথ গঠনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভারতীয় শতাব্দী শুরু হয়েছে, এ কথা আজ গোটা বিশ্ব মানছে'। তাঁর বার্তা, উন্নয়নের এই পথচলায় প্রধানমন্ত্রী মোদী'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোই উচিত। 'বিকশিত ভারতকে আত্মবিশ্বাস, শক্তি ও বৈশ্বিক নেতৃত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।' এ ভাবেই তাঁর বার্তা শেষ করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি।

নাম -পদবী

গত 14/05/2025 S.D.E.M., পূর্ব বর্ধমান, কোর্টে 15767 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk. Riajuddin @ Sk. Riaz Uddin (old name) S/o. Sekh Abdul Haque, R/o. Putunda, Saktigarh, Purba Bardhaman-713149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Riazuddin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk. Riajuddin @ Sk. Riaz Uddin & Sekh Riazuddin S/o. Sekh Abdul Haque, উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Sabina Yasmin.

অপরেশন সিঁদুর ও দেশের সেনাবাহিনীকে সম্মান জানাতে বিশেষ উদ্যোগ পুরপিতা তথা বিজেপি নেতা সজল ঘোষের। তাঁর উদ্যোগে আয়োজিত হল দেশের জন্য রক্তদান উৎসব। উপস্থিত ছিলেন অগ্নিমিত্রা পল, কেয়া ঘোষ, রুদ্রনীল ঘোষ, তুষার ঘোষ, কৌস্তভ বাগচী-সহ বিশিষ্টরা।

রবিবার কলেজ স্কোয়ারে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত ২০২২-এর টেট পরীক্ষার্থীদের ধর্না মঞ্চে পদ্মশ্রী উপাধি-প্রাপ্ত শিক্ষাবিদ কাজি মাসুম আখতার।

রতুয়ায় ফের হিন্দুদের ঘরে হামলা, গর্জে উঠলেন শুভেন্দু ও সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবার মালদার রতুয়া। আবার রাতের অন্ধকার। দুর্গাপুরের দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় হিন্দুদের বাড়ি-ঘর, দোকানের উপরে ইট-পাটকেল। অভিযোগ, মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত এলাকা। আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা অঞ্চলে। আর এই ঘটনায় রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণে মুখর হল রাজ্যের গেরুয়া শিবির। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'আবারও রাতের অন্ধকারে মালদার রতুয়ায় জেহাদিদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন সনাতনীরা। মন্দির বানানোর 'অপরাধে' চললো ইটবৃষ্টি। পুলিশ যথারীতি নেই, আসবেই বা কী করে! যাদের ধরতে হতো, তারা তো মাননীয়ার স্নেহধন্য।' পাশাপাশি তিনি মনে করিয়ে দেন, 'কলকাতা হাই কোর্ট শুধু ধূলিয়ান বা সামশেরগঞ্জ নয়, প্রয়োজনে রাজ্যের যে কোনও উত্তপ্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'ঘটনাগুলিকে অবহেলা করলে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে স্থায়ীভাবে মোতায়েনের দাবি উঠবে।' শুভেন্দুর সুরেই সরব রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, 'মমতার নির্লজ্জ তোষণের রাজত্বে জেহাদি তাণ্ডবের লাগাম নেই। দেবীপুরে ফের হিন্দুদের বাড়ি, দোকান লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়েছে।' অভিযোগ, হামলায় একাধিক বাড়ি ও দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গরু-বাছুর পর্যন্ত উধাও করা হয়েছে গো-শালা থেকে। তাঁর তোপ, 'মমতাময়ীর কৃপায় পুষ্ট অপদার্থ ও মেরুদণ্ডহীন পুলিশ কিছুই করেনি।' তিনি আরও বলেন, 'মুর্শিদাবাদের ঘটনার পরে আদালতের একের পর এক ধাক্কাও প্রশাসনকে জাগাতে পারেনি। এবার বিজেপি বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে।'

ধৃত জ্যোতির সঙ্গে পুরীর সমাজমাধ্যম প্রভাবীর যোগ, হরিয়ানায় গ্রেপ্তার আরও ১

প্রথম পাতার পর

পাকিস্তান গিয়ে জো একাধিক আইএসআই এজেন্ট এবং কর্তার সঙ্গে দেখা করে। তাদের মধ্যে শাকির আর রান শাহবাজ নামের দুই পাক এজেন্টের সঙ্গে জ্যোতির নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। পাক দূতাবাসের সদস্য দানিশ তো ছিলই। গত তিন বছরে হরিয়ানা এবং পঞ্জাবে বড় চর নেটওয়ার্ক তৈরি করে জ্যোতি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সম্প্রতি জ্যোতি ও আরও ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে হরিয়ানা পুলিশ। ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হয়েছে তাঁদের।

পাকিস্তানে বন্ধুকে ফোন করলে দোষের কী, প্রশ্ন জ্যোতির বাবা

প্রথম পাতার পর

সন্দেহভাজন পাক গুপ্তচরদের সঙ্গে আলাপ হয় জ্যোতির। সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, পুলিশ এফআইআরে উল্লেখ করেছে, ২০২৩ সালে পাকিস্তানে ঘুরতে গিয়ে আলি এহওয়ানের সঙ্গে আলাপ হয় হরিয়ানার ধৃত সমাজমাধ্যম প্রভাবীর। পাকিস্তানে জ্যোতির থাকা এবং তাঁকে ঘোরানোর দায়িত্ব ছিল আলির ওপর। আলির মাধ্যমেই পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে আলাপ হয় ভারতীয় সমাজমাধ্যম প্রভাবীর। এফআইআরে বলা হয়েছে, ওই সময় শাকির এবং রানা শাহবাজ নামে দু'জনের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল তাঁর। এই দু'জনও পাক গুপ্তচর বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের।পুলিশি এফআইআরে উল্লেখ রয়েছে, ২০২৩ সালে পাকিস্তানে গিয়ে আলাপ হওয়া ওই শাকিরই আসলে 'জাট রনধাওয়া'। যাতে কারও মনে কোনও রকম সন্দেহ না জাগে, সেই জন্যই শাকিরের নম্বর ওই ভুয়ো নামে নিজের মোবাইলে সেভ করেছিলেন জ্যোতি। পাকিস্তান থেকে ফেরার পরেও সন্দেহভাজন পাক গুপ্তচরদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল বলে এফআইআরে বলা হয়েছে। পাক চরেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে জ্যোতি হোয়াট্ সঅ্যাপ, টেলিগ্রাম এবং স্ন্যাপচ্যাট ব্যবহার করতেন বলে সন্দেহ পুলিশের।

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের অপশাসন, দুর্নীতি, বঞ্চনা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে খেজুরি বিধানসভায় কয়েকশো কর্মী তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান।

অপরেশন সিঁদুর ও দেশের সেনাবাহিনীকে সম্মান জানাতে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন শ্রমিক নেতা মানা চক্রবর্তীর। জঙ্গি হানায় পহেলগাঁওয়ে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হয় এই মিছিল। অঞ্চলের সবাই জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এবং জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে পুরো ৫৩ নম্বর ওয়ার্ড পরিক্রমা করেন। দেশের বীর সেনানীদের শ্রদ্ধা জানাতেই তাদের এই পদযাত্রা বলে জানালেন মানা চক্রবর্তী।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৯ মে ২০২৫, ৪ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার

প্রতীকী ক্লাসে পড়ুয়ারা, প্রতিবেদন তলব করল শিশু অধিকার কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরি ফেরতের দাবিতে টানা আন্দোলনের পথে শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশের লাঠিচার্জে জখম মও হয়েছেন অনেকে। রক্তাক্ত শরীরে আন্দোলন না থামিয়ে, এবার খোলা রাস্তায় বসেই শুরু হল 'প্রতীকী ক্লাস'। শনিবার বিকাশ ভবনের সামনেই এই ব্যতিক্রমী কর্মসূচি গ্রহণ করেন চাকরিহারারা। আন্দোলনের মঞ্চে হাজির ছিল কয়েকজন স্কুলপড়ুয়াও। আর সেখান থেকেই বিতর্কের সূচনা। ছাত্রদের এই ধরনের প্রতিবাদে টেনে আনার ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেছে পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের দাবি, এই ঘটনায় জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্ট লঙ্ঘিত হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। ইতিমধ্যেই বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে তিন দিনের মধ্যে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে।

চাকরিহারাদের বিরুদ্ধে এবার পাল্টা আইনি পদক্ষেপও নিয়েছে পুলিশ। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, কর্তব্যরত কর্মীদের কাজে বাধা এবং হুমকির অভিযোগে ১৫টি ধারায় মামলা হয়েছে। ২১ মে তাঁদের থানায় হাজির হওয়ার নোটিস পাঠানো হয়েছে। হাজিরা এড়ালে গ্রেপ্তারির হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, তাঁদের নাম ধরে ধরে নোটিস পাঠানো হচ্ছে। পাঁচজন ইতিমধ্যেই নোটিস পেয়েছেন বলে জানান শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডল। আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। তবে পুলিশি হুঁশিয়ারিতে ভয় না পাওয়ার বার্তা দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করেই চলতে থাকা এই আন্দোলনে, প্রতীকী ক্লাসে পঠন-পাঠনের ছবি যেমন মন ছুঁয়েছে অনেককে, তেমনই শিশুদের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্নও তুলেছে কমিশন। এখন দেখার, প্রশাসনের রিপোর্টে কী উঠে আসে।

পুলিশি বলপ্রয়োগে আহত চাকরিপ্রার্থীরা
হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি জ্যোতির্ময়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকাশ ভবনে এসএসসি চাকরিহারাদের আন্দোলন ঘিরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এবার কলকাতা হাই কোর্টকে চিঠি দিলেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগে অন্তত ৩০ জন আন্দোলনকারী গুরুতর জখম হয়েছেন। এমনকী, গোপনাঙ্গ ও মাথা লক্ষ্য করেই লাঠিচার্জ হয়েছে বলে দাবি তাঁর। চিঠিতে সাংসদ স্পষ্ট লেখেন, '১৫ মে রাতে বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভে বসা চাকরিপ্রার্থীদের উপর নির্মমভাবে চড়াও হয় পুলিশ। অনেক আন্দোলনকারী মাথায় ও হাড়ে চোট পান। পুরুষ পুলিশদের বিরুদ্ধে মহিলা আন্দোলনকারীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগও তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, মৌলিক অধিকার খর্ব করে পুলিশ আইনভঙ্গ করেছে। অথচ তৃণমূল নেতারা ঘটনাস্থলে দাদাগিরি করলেও পুলিশ ছিল নিশ্চুপ। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিল হওয়ায় প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। সেই দাবিতে বিকাশ ভবন চত্বরে বৃহস্পতি ও শুক্রবার প্রায় আড়াই হাজার চাকরিপ্রার্থী জমায়েত হন। বিকাশ ভবনের গেট ভেঙে তাঁরা অবস্থানে বসেন। তখন ভেতরে আটকে পড়েন বহু সরকারি কর্মচারী। তাঁদের বের করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশের তরফে এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'সাত ঘণ্টা বোঝানোর পরেও আন্দোলনকারীরা শুনছিলেন না। প্রোটোকল মেনে ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল পুলিশ।' তবে বিজেপি সাংসদের মতে, এমন হামলা সংবিধান বিরুদ্ধ। তাই হাই কোর্ট যেন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তদন্তের নির্দেশ দেয়, এই আবেদন জানিয়ে পাঠানো হয়েছে চিঠি।

২৬'কে লক্ষ্য করে ভুয়ো বুথ কমিটি ধরতে বিজেপির স্ক্রুটিনি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুথ কমিটি তৈরির লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বহু বছরের প্রচেষ্টায় নতুন মোড়। এবার ভুয়ো কমিটি শনাক্তে রাজ্যজুড়ে ঘুরবে 'স্ক্রুটিনি কমিটি'। দলীয় সূত্রে খবর, বহু বুথে 'মৌখিক' কমিটি থাকলেও প্রকৃত সদস্যের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। সেই প্রেক্ষিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সরাসরি উদ্যোগ নিয়েছেন কমিটি যাচাইয়ে।

দিল্লির বিজেপি সদর দপ্তরের নির্দেশে রাজ্যের প্রায় পঞ্চাশ হাজার বুথে গঠিত কমিটির সদস্যদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ শুরু হয়েছে। বহু সদস্য ফোন তুলছেন না, কেউ বা স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন, 'আমি কোনও দিন বিজেপি করিনি!' এমন প্রতিক্রিয়ায় হতবাক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাই নতুন করে যাচাই শুরু। দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের নির্দেশে প্রবাল রাহার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে স্ক্রুটিনি কমিটি। ২৫ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। কমিটির এক সদস্য জানালেন, 'জেলা থেকে আমরা যে হিসেব পেয়েছিলাম, তাই দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে। এখন মিলিয়ে দেখা হচ্ছে, কাগজে-কলমে সেই দাবির কোনও ভিত্তি আছে কি না।' লক্ষ্য একটাই,যাতে স্বচ্ছ ও কার্যকর বুথ কমিটি গড়া যায়। এই ঘটনা সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূলের 'কোর কমিটি' মডেলের মতো কি এবার বিজেপিও সংগঠনের ভিত শক্ত করতে চাইছে? বিজেপির পক্ষ থেকে যদিও বলা হচ্ছে, এটি সম্পূর্ণভাবে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, কোনও রাজনৈতিক বার্তা নয়। তবু ফোন পেয়ে চমকে উঠছেন বহু 'অজানা' সদস্য।

নলবন ভেড়ি কাণ্ডে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়ার জেরেই খুন হতে হল স্বামীকে। প্রেমিক সন্ন্যাসী দোলুই-ই খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার লেদার কমপ্লেক্স থানার নলবন ভেড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া যুবকের গলার নলি কাটা দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। শনিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় মূল অভিযুক্ত সন্ন্যাসীকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত রাজা মণ্ডল ওরফে বাবাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই সন্ন্যাসীর স্ত্রীয়ের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। এনিয়ে একাধিকবার বিবাদ হয়েছিল দু'জনের মধ্যে। শুক্রবার রাতে সন্ন্যাসী ফোন করে বাবাইকে নলবনে ডেকে পাঠায়, বলে একসঙ্গে খানিক সময় কাটাবে। দু'জনে মদ্যপান করে। অভিযোগ, সেই সময় সন্ন্যাসী বাবাইকে বেহুঁশ করে গলার নলি কেটে খুন করে। পুলিশের জেরায় সে অপরাধ স্বীকার করেছে বলেই দাবি তদন্তকারীদের। মৃত বাবাইয়ের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফটোরে। কর্মসূত্রে কাঁটাতলা বাজারে ভাড়া থাকতেন ও স্থানীয় একটি ভাতের হোটেলে কাজ করতেন। কিছুদিন আগে চুরির অভিযোগে তাঁকে কাজ থেকে তাড়ানো হয়। পরে ওই হোটেল থেকেই চুরি হওয়ার অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যেই বাবাইয়ের রহস্যমৃত্যু ঘিরে পুলিশ শুরু থেকেই প্রেমঘটিত কারণেই খুনের আশঙ্কা করছিল। অবশেষে সেই সন্দেহই সত্যি প্রমাণিত হল।

একাদশে ভর্তির নতুন নিয়মে সংসদের ছাড় নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একাদশ শ্রেণিতে বাড়তি পড়ুয়া ভর্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কঠোর নিয়মে শিথিলতা আনল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এতদিন ৩০০-র বেশি পড়ুয়া ভর্তিতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সুপারিশ ও সংসদের পরিদর্শন বাধ্যতামূলক ছিল। এবার থেকে সরাসরি সংসদের পোর্টালে স্কুল কর্তৃপক্ষ আবেদন করতে পারবে, শুধু প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ডিআই-এর সুপারিশপত্র।

তবে শিক্ষামহলে প্রশ্ন উঠেছে এই পরিবর্তন কতটা স্বচ্ছ এবং কার্যকর। বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে, পরিকাঠামো সঙ্গত না থাকলেও বেশি পড়ুয়া ভর্তি করে নিচ্ছে স্কুলগুলি। বিশেষত মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে এই অভিযোগ জোরালো হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পরিদর্শক টিমকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ডিআই-এর সুপারিশে ভিত্তি করে ভর্তির অনুমতি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে। স্কুলগুলোর অভিযোগ, ভর্তির অনলাইন পোর্টাল এখনও খোলেইনি। ১৫ মে'র মধ্যে আবেদন চাওয়া হলেও অধিকাংশ স্কুল এখনও আবেদন জমা দিতে পারেনি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, তাঁদের স্কুলে ইতিমধ্যেই ৩০০ পড়ুয়া ভর্তি হয়ে গেছে, আরও ১০০-১৫০ জন অপেক্ষায়। অথচ পোর্টাল কাজ না করলে সংসদের সম্মতি কীভাবে মিলবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েই গেছে। তবে সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের আশ্বাস, ১৯ মে থেকে পোর্টাল চালু হবে। তিনি জানিয়েছেন, রেজাল্ট সংক্রান্ত রিভিউ-স্ক্রুটিনির কাজ চলায় সাময়িক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রধান শিক্ষক সংগঠন ও শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনগুলোর তরফে দাবি উঠছে, বিভাগভিত্তিক আসন সংখ্যা নির্ধারণ ও জেলাভিত্তিক ব্লকে ব্লকে আসনের কোটা বেঁধে দেওয়া হোক, যাতে পড়ুয়াদের প্রতি অবিচার না হয়। পাশাপাশি শিক্ষক সংকট ও শ্রেণিকক্ষের অভাবেও ৬০০ পড়ুয়ার ভর্তি অনুমতি নিয়ে উঠেছে নানা প্রশ্ন।

যুবক খুনের দু'মাস পর গ্রেপ্তার ৪ বন্ধু

নিজস্ব প্রতিবেদন: গড়িয়াহাট এলাকার একটি ঘটনার দুই মাস পর পুলিশের কাছে উঠে এল এক হৃদয়বিদারক সত্য। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষক বাবলা (নীলাঞ্জন গোস্বামী) থেকে ১৪ হাজার টাকা ধার নিয়ে ৫ হাজার টাকা ফেরত দিলেও বাকি ৯ হাজার টাকার কারণে বন্ধু বিনোদ দাসের সঙ্গে ঝগড়া চলছিল। ধারের টাকা আদায় নিয়ে চলা বিরোধ শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় নির্মম হত্যাকাণ্ডে। গত ২৬ মার্চ গড়িয়াহাটের পূর্ণদাস রোডে বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে যুবক বিনোদ দাসকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথমে মদ্যপানের জন্য মৃত্যুকে মনে করা হলেও, পরে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত রিপোর্টে দেখা যায় বুকের চারটি হাড় ভাঙা এবং মাথার পিছনে আঘাত। এটি স্পষ্টভাবে হত্যার প্রমাণ দেয়। পরিবারের সন্দেহে তদন্ত পুনরায় শুরু হয়। বিনোদের বাবা ১৫ মে থানায় তদন্ত শুরু করার আবেদন জানালে পুলিশ দ্রুত চারজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিনোদকে মাটিতে ফেলে তার বুকের ওপর লাথি মারা হয় এবং মাথার পেছনে আঘাত করা হয়। সেই অবস্থায় বাড়ির সামনে ফেলে দেওয়ার পরই তিনি মারা যান। চারজনই তাদের দোষ স্বীকার করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত বাংলাদেশি জলদস্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার পুলিশের জালে বাংলাদেশি জলদস্যু। বেশ কিছুদিন ধরেই খবর ছিল বাংলাদেশের কুখ্যাত জলদস্যু মজনু গাজি সীমানা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে রয়েছে। সূত্র বলছে, মজনু জলপথে মৎস্যজীবীদের নৌকা লুঠ করতো। গোয়েন্দা সংস্থা থেকে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারের অধীনস্থ খড়দার রহড়া থানায় এই কুখ্যাত জলদস্যুর ছবি-সহ তথ্য আসে। সেই তথ্য অনুযায়ী রহড়া থানার পুলিশ শনিবার রাতে তল্লাশি চালিয়ে মজনু গাজিকে গ্রেপ্তার করে। মজনুকে জেরা করে পুলিশ মহম্মদ কামাল শেখ নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মজনু গাজী বাংলাদেশের খুলনা জেলার দৌলতপুরের বাসিন্দা। আর কামাল শেখ খুলনার জেলার কামারচর গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে। সূত্র বলছে, ধৃতরা জলপথ পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু কিভাবে কাদের সহযোগিতায় এদেশে তাঁরা ঢুকলো, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

কলকাতায় পাকিস্তানি পতাকা কেনাবেচায় কড়া নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শহরে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার উৎপাদন ও বিক্রি ঘিরে উত্তেজনা। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরে বনগাঁ থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে দুই ব্যক্তি, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পাকিস্তানি পতাকা ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছিল তারা। এবার সেই প্রেক্ষিতে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ এল। শনিবার মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা বৈঠকে কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, শহরের কোথাও পাকিস্তানি পতাকা তৈরি বা বিক্রির খবর মিললে তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ নিতে হবে। কে বা কারা এসব পতাকা কিনছে এবং কী উদ্দেশ্যে কিনছে তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি থানাকে। যাতে এই জাতীয় পতাকা ব্যবহার করে কেউ গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ ছড়াতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবার উঠে আসছে পুরনো বিতর্ক। এর আগেও বিভিন্ন ই-কমার্স সংস্থার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি পতাকা সহ শত্রু দেশের সামগ্রী বিক্রির অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স চিঠি পাঠায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রীদের। এরপর কেন্দ্র আমাজন, ফ্লিপকার্ট-সহ একাধিক সংস্থাকে নোটিস পাঠিয়ে অবিলম্বে পতাকা বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। এদিকে বিধাননগরের শিক্ষক আন্দোলন নিয়েও পুলিশের সতর্কতা রয়েছে। কমিশনার জানান, আন্দোলন যদি শহরে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে সংযম রেখে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। সবমিলিয়ে, পাকিস্তানি পতাকা ইস্যু নিয়ে ফের কলকাতায় সতর্কতার চাদরে মোড়া আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

তিরঙ্গা যাত্রা থামাতে আলো নিভিয়ে দিল প্রশাসন! অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজেপির 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় প্রশাসনিক বাধা? রাজ্য সভাপতি ডা. সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে মঙ্গলবার রাতে যখন ভিআইপি রোড ধরে এগোচ্ছে তিরঙ্গা মিছিল, ঠিক তখনই আচমকা নিভে গেল রাস্তার একাংশের সমস্ত আলো। যেদিক দিয়ে মিছিল যাচ্ছিল, শুধু সেই দিকের লাইটই নিভে যায়। অভিযোগ, প্রশাসনের নির্দেশেই এই কাজ করা হয়েছে, যাতে ক্যামেরাবন্দি না হয় মিছিলের উৎসাহ ও জনসমাগম।

বিজেপির দাবি, এটা পরিকল্পিত পদক্ষেপ যাতে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং মিছিল বাধাপ্রাপ্ত হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সম্পূর্ণ অন্ধকারে জাতীয় পতাকা হাতে হাঁটছেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। বিরোধীদের প্রশ্ন, তিরঙ্গা যাত্রার মতো কর্মসূচিতেও কি ভয় পাচ্ছে রাজ্য সরকার? যদিও এই ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বিজেপির নেতারা ইতিমধ্যেই রাজ্যপালের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

কলকাতা পুরনিগমের সমবায় তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরনিগমের আওতাধীন সমবায় ভোটে কার্যত একতরফা জয় ছিনিয়ে নিল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। ২৩টি আসনের মধ্যে ১১টিতে তারা আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছিল। রবিবার পার্ক সার্কাসের একটি স্কুলে বাকি ১২টি আসনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফল বের হতেই দেখা যায়, সেই ১২টিতেও জয়লাভ করেছে শাসক দলের প্রতিনিধিরাই। ভোটের ফল ঘোষণার পরেই শুরু হয় বিজয়োৎসব। সবুজ আবিরে রাঙিয়ে ওঠেন আইএনটিটিইউসি কর্মী ও সমর্থকেরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা। চলে স্লোগান, মিষ্টিমুখ এবং ঢাকঢোল বাজিয়ে আনন্দোৎসব।

তবে এই নির্বাচনকে ঘিরে বিরোধীদের ক্ষোভও কম নয়। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনগুলি ভোটের ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলছিল। আদালতের হস্তক্ষেপে মনোনয়নপত্র জমার জন্য অনলাইন ব্যবস্থা চালু হলেও, বিরোধীরা অভিযোগ করে, মনোনয়ন জমা ও প্রচারে বাধা দেওয়া হয়েছে। ভোটের দিন সকাল ১০টা নাগাদ ভোটকেন্দ্রে তালা লাগিয়ে ছাপ্পা দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। এই বিষয়ে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'বিরোধীদের সংগঠন বলে কিছু নেই। অনলাইনে মনোনয়ন দেওয়ার সুযোগ ছিল, তাও ১১টি আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি। আগে সব আসনে প্রার্থী দিক, তারপর না হয় অভিযোগ করুক।' এদিকে বাম শ্রমিক সংগঠন ঘোষণা করেছে, সোমবার কলকাতা পুরনিগম কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ মিছিল করবে তারা। গণ্ডগোল, ছাপ্পা, ও শাসকদলের 'গুণ্ডামির' অভিযোগকে সামনে রেখে এই প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে।

'জ্ঞান পোস্ট' নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ঘোষণা রূপায়ণে উদ্যোগের অভাবের অভিযোগ

অশোক সেনগুপ্ত

ডাকঘরের বুক পোস্টের মাশুল বেড়ে গিয়েছে। বই পাওয়ার ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছেন অনেক গরিব ছেলেমেয়ে। এই পরিস্থিতিতে সুলভে নয়া পরিষেবা 'জ্ঞান পোস্ট'-এর কথা ঘোষণা করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কিন্তু অভিযোগ, ঘোষণাই সার। পশ্চিমবঙ্গের সব ডাকঘরে চালু হয়নি 'জ্ঞান পোস্ট' পরিষেবা। মজার ব্যাপার, মন্ত্রীর ওই ঘোষণা ঠিকমতো রূপায়িত হচ্ছে কিনা, বিভাগের এটা তদারকি করার কথা, তারা বিষয়টি নিয়ে ডাকঘরগুলোয় পর্যাপ্ত খোঁজই নেয়নি। 'একদিন পত্রিকা'র তরফে এই বিষয় খোঁজ খবর করতেই, ডাক দপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগের তৎপরতা শুরু হয়। যে বা যাঁরা অবহেলা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দায় সারে।

কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া গত ২৮ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, ডাক বিভাগ 'জ্ঞান পোস্ট' নামে একটি পরিষেবা চালু করছে। এর মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের মতো শিক্ষামূলক উপকরণ কম খরচে প্রাপককে পাঠানো যাবে। সে সময় তিনি ঘোষণা করেন, ১ মে থেকে এই প্রকল্প চালু হবে। এরপর নানা সময় একাধিক জায়গা থেকে অভিযোগ মেলে, তাঁরা ডাকঘরে 'জ্ঞান পোস্ট'-এর পরিষেবা পাচ্ছেন না। ১৩ মে কলকাতার অন্তত তিনটি ডাকঘরে খোঁজ করে জানা গিয়েছে, তার কোনওটিতে এই পরিষেবা চালু হয়নি। এই তিন ডাকঘর হল শ্যামবাজার, সন্তোষপুর এবং গড়িয়া। তিনটিই কলকাতায়। তাহলে দূরের জেলাগুলোর ডাকঘরের পরিষেবার হাল কী, তা সহজেই অনুমেয়।

এ ব্যাপারে পোস্ট মাস্টার জেনারেল (ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কল) সুশান্ত ঘোষের কাছে জানতে চাইলে তিনি প্রথমে বলেন, 'কেন, ১ মে থেকে তো ওই পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে!' কিন্তু তা আসলে চালু হয়েছে কিনা, কেউ তৃণমূলস্তরে তার খোঁজ নিয়েছেন কিনা জানতে চাওয়া হলে, সুশান্ত ঘোষ জবাব দেন, 'আমরা তো বিজ্ঞপ্তিপাঠিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেব।' তবে তিন দিন আগেই সন্তোষপুর ডাকঘরের পোস্টমাস্টার জানিয়েছিলেন, বিষয়টি তাঁর জানা নেই। শুক্রবার সকালে তিনি আবার বলেন, 'আমাদের এই পরিষেবা শুরু হয়েছে। কর্তৃপক্ষ সফটওয়ারে আপডেট দিয়েছেন। ন্যূনতম ৩০০ গ্রাম, সর্বোচ্চ ৫ কিলো মুদ্রিত বই পাঠানো যাবে। ন্যূনতম পাঠানোর ব্যয় ২৯ টাকা ৫০ পয়সা।' শনিবার গড়িয়া ডাকঘরের পোস্টমাস্টার বলেন, 'হ্যাঁ। সার্কুলার এসেছে। কেউ এই পরিষেবা চাইতে এলে পাবেন।'

এই পরিস্থিতিতে ভুক্তভোগীরা প্রশ্ন তুলেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিজ্ঞপ্তি ডাককর্তারা ডাকঘরগুলোতে পাঠিয়েই কি দায় সাড়তে পারেন? সেগুলোর রূপায়ণ নিয়ে খোঁজ রাখার প্রয়োজন বোধ করেন না কর্তারা? ডাক-পরিষেবা সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে, সেটা কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, ফোন নম্বর ও মেল আইডি আছে কি? না থাকলে, কেন তা থাকবে না? থাকলে তা আমজনতাকে জানানোর কী ব্যবস্থা আছে?

চাকরি ও আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানালেন শুভঙ্কর সরকার

শিবদাসপুর ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মামার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এসে বাগানে আম কুড়োতে গিয়ে লিজ নেওয়া বাগান মালিকের মারে মৃত্যু হয়েছে ১৭ বছরের সুদীপ্ত পন্ডিতের। ঘটনায় অভিযুক্ত শেখ ফারহাদ ওরফে ফুরাদ মন্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পরদিন অভিযুক্তের চরম শাস্তির দাবিতে শিবদাসপুর থানা ঘেরাও করে এবং কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। যদিও ঘটনার পর থেকেই শিবদাসপুর থানার আতিসারা গ্রামে চাপা উত্তেজনা রয়েছে। উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। রবিবার বিকেলে শিবদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারের সঙ্গে দেখা করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা শক্তি মৈত্র ও বিপুল ঘোষাল। এরপর সন্ধের দিকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল নিহতের মামার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা ওই অসহায় পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

সম্পাদকীয়

সামান্য মুনাফা কম করে কিছু ফিরিয়ে দিলে কিন্তু পৃথিবীর চেহারাটাই অন্যরকম হতে পারে

‘নৈতিকতার রাজনীতি’র প্রধান বিষয় দু’টি; মুনাফা ও নীতি। দেখা যাচ্ছে, মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্বোপরি নৈতিক অবস্থান ভেদে পাল্টে যায় নীতি ও মুনাফার অর্থ। আলোচ্য সমস্যার কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে, ‘নীতির অর্থ’ ও ‘অর্থের নীতি’; দুই বিষয়ে পৃথিবী জুড়ে দ্বন্দ্ব প্রতি মুহূর্তে আগের থেকে ভয়ানক হয়ে উঠছে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই সমস্যা, ‘অর্থ’ দেশকালের রূপান্তর ভেদে বদলে যাচ্ছে। অর্থ ব্যবহারকারী মানুষও প্রতিক্ষণে পাল্টে যাচ্ছেন। মানবিকতার বিবর্তন হয়েই চলেছে। মুনাফা পরিচালনা করার ‘অদৃশ্য হাত’-এর আঙ্গিক ও চরিত্র সদা পরিবর্তনশীল। তবুও মানবিকতার দায়ে লেখকের পরামর্শ, ‘বিশ্বাস ও সততার মতো মৌলিক নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অপরিহার্য’। কিন্তু তা মিলবে কই? কারণ, কয়েক জন অসাধু, অসৎ মানুষের অমানবিক রিপু সমগ্র মানবজাতির মধ্যে অনর্থ বাড়িয়ে যাচ্ছে। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক আরও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল আর্থিক ক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতায় সমাজে আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী ‘ব্যবসায়ী’দের দেখেছি, কেউ শান্তিতে নেই। যেটুকু বুঝেছি, মূল কারণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্রম উন্নয়নে পণ্য ও পরিষেবার স্থায়িত্ব কমে যাচ্ছে। যত স্থায়িত্ব কমছে, মুনাফা কমছে। আবার যাদের অর্থ কম, সে অর্থের মূল্য প্রতি দিন কমে যাচ্ছে, জীবিকা প্রতি মুহূর্তে অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। টান পড়ছে নৈতিকতায়। কারও মুনাফা কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। অথচ সামান্য মুনাফা কম করে কিছু ফিরিয়ে দিলে পৃথিবীটা অন্য রকম হয়ে যাবে। তাই অনেকে পরিতাপে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, এ ‘আমাদের সবার লজ্জা’।

শব্দবাণ-২৭৭

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. স্বামী, প্রিয়তম ৩. সমস্ত দেশ, দেশবিদেশ ৬. বিবিধ, হরেক ৭. ফুৎকার, ফুঁ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. (আল) অতি নির্মম স্থান ২. শরীর, দেহ ৪. কনুই থেকে মুষ্টিবদ্ধ হস্তাগ্র পর্যন্ত পরিমাণ ৫. অর্জুন।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭৬

পাশাপাশি: ১. দিনেশ ২. ফালতু ৫. বাসন্তী ৮. কশানো ৯. আসলে।

উপর-নীচ: ১. দিনান্ত ৩. তুরন্ত ৪. অসত্বা ৬. উৎক ৭. সেকেলে।

জন্মদিন

আজকের দিন

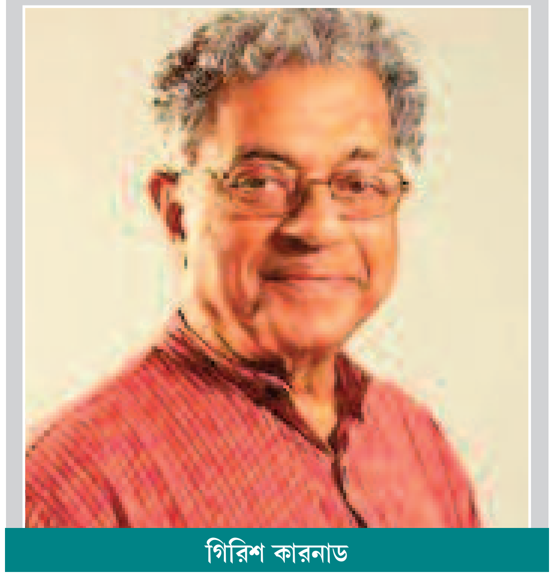

গিরিশ কারনাড

১৯০৮ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯১৩ *ভারতের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির জন্মদিন।*

১৯৩৮ *বিশিষ্ট অভিনেতা গিরিশ কারনাডের জন্মদিন।*

ব্যাধি ও অসচেতন ভাবনা

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়

গরম বাড়ছে লাগামহীন ভাবে। এই গরমে মানুষ যত অসহ্য হয়ে পড়েছে ততই বাড়ছে তাদের অসচেতন ভাবনাচিন্তা। এই অসচেতন ভাবনাচিন্তা সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। সকলকে ঠেলে দিচ্ছে আরও সমস্যা ও আরও অসচেতনতার দিকে।

এই তীব্র গরমেও বাড়ি কাছাকাছি থাকা জলাশয় ঘিরে বা রাস্তার ধারে থাকা ঝোপঝাড় ও আগাছা পুড়িয়ে ফেলতে দেখা যাচ্ছে। শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে ঝোপঝাড়ের ওপর ফেলে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুকনো পাতাও কাঠে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনে সেখানের সব কিছু পুড়ে শেষ হয়ে যায়। তবে এটা কোন ব্যাতিক্রমী ঘটনা নয়।

অসচেতন ভাবনা চিন্তা থেকে এভাবে ঝোপঝাড় পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে।

সারা রাজ্যে বিশেষ করে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলায় এই অসচেতন ভাবনাচিন্তা পরিবেশ, উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্রের ওপর একটা বড় আঘাত হয়ে দাড়িয়েছে।

বেলা ১০ টার মধ্যেই প্রচন্ড রোদ ও গরম হাওয়ায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মাটি। এই দুই এর সঙ্গী হয়েছে দীর্ঘ দিন বৃষ্টি না হওয়া পরিস্থিতি। এই তিনের চাপে পড়ে ঝোপ ঝাড় ও আগাছা শুকিয়ে গেছে। তার ওপর সম্প্রতি ধান ও গম কাটার পর জমিতেই তার নাড়া পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে মাটি উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সাপ ও কেঁচো সহ মাটিতে বসবাস করা জীবের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ছে। তারা জমি ছেড়ে আশ্রয় নিচ্ছে জলাশয়ের ধারেপাশে। মানুষের এই অসচেতন ভাবনাচিন্তা জমির জীব ও উদ্ভিদ বৈচিত্রের ওপর বড় আঘাত হয়ে দাড়িয়েছে। আমরা উপলব্ধি করতেই পারছি না যে আমাদের এই অসচেতন ভাবনা মাটিতে থাকা জৈব পদার্থ বা সার পুড়িয়ে উর্বরতা নষ্ট করেছে। পরিবেশ দূষনও ঘটাচ্ছে।

অন্যদিকে প্রচন্ড রোদে ছোট মাঝারি জলাশয়গুলিও শূন্য হয়ে পড়েছে। যে অল্প সংখ্যক খাল, বিল ও পুকুরে সামান্য জল এখনও অবশিষ্ট রয়েছে সেগুলিকে ঘিরেই বেড়ে চলছে অস্তিত্বের লড়াই ও অসচেতন ভাবনাচিন্তা। এই অসহ্য গরমেও এসব জলাশয় সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ অল্প হলেও জীব ও উদ্ভিদ বৈচিত্রের কাছে স্বস্তির। ছেলেমেয়েদের মাছেভাতে রাখা, গবাদিপশু ও চাষবাস এবং স্নান ও কাচাধোয়ার কাজে জলের প্রয়োজন মেটাতে বাড়ির কাছাকাছি পুকুর তৈরির একটা রেওয়াজ ছিল। এই সব পুকুরের জল ও ঠান্ডা স্বস্তির পরিবেশ পেয়ে সাপেরা সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে। ব্যাঙসহ খাদ্য বস্তুও সাপেরা সেখানে পেয়ে যাচ্ছে।

এই দাবদাহে সাপেরা পড়েছে মহা বিপদে। জমির মাটি শুকিয়ে ফেটে গেছে। জল নেই। তাই তারা সেখানে থাকতে পারছে না। নিরাপদ আশ্রয়ে খোঁজে জলাশয়ের পাশে আসতে বাধ্য হচ্ছে। বনেও জল এবং নিরাপদ আশ্রয় তারা পাচ্ছে না। ঘন জঙ্গল আর নেই। শুকনো পাতা আর কাঠ সংগ্রহ এবং গরুছাগল চরানোর জন্য বনের মধ্যে চলাচল বেড়েছে।বনের শুকনো পাতায় আগুন ধরে যাচ্ছে বা লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে বনের পরিবেশও এসময় সাপের বসবাসের উপযুক্ত নয়। তাই বন ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় ও স্বস্তির খোঁজে জলাশয়ের কাছাকাছি তারা যেতে বাধ্য হচ্ছে।

সেখানে কোনভাবে তারা মানুষের চোখে পড়লেই বিপত্তি ঘটছে। সাপেদের শায়েস্তা করতে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ঝোপঝাড়। এতে আশ্রয় হারিয়ে আসা সাপেরা ফের আশ্রয় হারিয়ে উগ্র হয়ে পড়ছে। অনেক সাপ আগুনে পুড়ে বা লাঠি পেটা খেয়ে মারা যাচ্ছে। যে সব সাপ কোন রকমে মৃত্যুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে তারা বাঁচার তাগিদে ঢুকে পড়ছে বসবাসের ঘরে, গোয়াল ঘরে, খড় বা জ্বালানি কাঠের গাদায়। সেখানে মানুষের উপস্থিতি ঘটলেই বিপত্তি ঘটছে। আতঙ্কিত সাপ ছোবল মেরে বসছে।

মানুষের অসচেতন চিন্তাভাবনা এক্ষেত্রেও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সাপের দংশনে রোগী মৃত্যুর প্রধান দুটি কারনের অন্যতম হল এই অসচেতন চিন্তাভাবনা বা কুসংস্কার। এই কারনটি দূর করতে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবীরা স্বেচ্ছাসেবীরা সচেতনা প্রসারের কাজ চালাচ্ছে। এনিয়ে এক সময় বিজ্ঞান মঞ্চ সক্রিয় ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস নামে একটি সংস্থাকে এই সার্বিক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন জেলায় সচেতনতা প্রচার চালাতে দেখা যাচ্ছে। সচেতনতা প্রসারে তার গান, নাচ ও নাটককে কাজে লাগাচ্ছে। এজন্য কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতার গ্রামে গ্রামে শিল্পীদের নিয়ে এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিবেলের আয়োজন করে চলেছে। এ প্রচারের বিশিষ্ট শিল্পী সংগীতা ধর বিশ্বাসের বক্তব্য, গ্রামবাসীদের ধারনা চন্দ্রবোড়া সাপের বংশ দ্রুত বাড়ছে। গ্রীষ্ম ও শীত সব সময় বোড়া সাপ অতি সক্রিয় থাকে। সেজন্য ঝোপঝাড় পুড়িয়ে ফেলাই দরকার। তাই তারা গ্রামীন শিল্পীদের দিয়েই সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে।

তবে সরকার ও স্বেচ্ছাসেবীরা সচেতনতা প্রচারের কাজ চালালে এখনও সাপে কামড়ালে অনেক ক্ষেত্রে গুনিন ও ওঝার ওপর ভরসা করা হয়।ঝাড়ফুঁকের পরেও শেষ পর্যন্ত যখন রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখন অনেক দেরী হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর মৃত্যু হয়। অনেক সময় স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্নেক ভেনম বা সাপের কামড়ের ওষুধ এএসভি পাওয়া যায় না। সাপে কামড়ানোর পর নির্দিষ্ট সময়ে এএসভি দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় দূরবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। এক্ষেত্রেও অনেক দেরী হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অনেক সময় অঘটন ঘটে। এই অঘটন ও চিকিৎসার জন্য রোগীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে সমস্যা মনে করে এই অসচেতন ভাবনা মানুষ গুনিন ও ওঝা মুখি করে তোলে। গত ২০১১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সাপের কামড়কে নেগলেকটেড ডিজিজ বলে চিহ্নিত করেছে। সেই থেকে ১২ বছর পার হয়ে গেলেও তা অসচেতন বা অবহেলিত রয়ে গেছে।

গ্রামীণ বিশেষ করে কৃষিজীবি মানুষের পক্ষে সাপের কামড় আটকানো সহজ নয়। গ্রামীণ এলাকায় এটা ব্যাতিক্রমী ঘটনাও নয়। এই সমস্যা নিয়েই সহবস্থান করতে হবে। তাই সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা কমাতে বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাবনাচিন্তার ঘটানো দরকার। অসচেতন ভাবনাচিন্তা সাপের কামড় আটকাতে মানুষকে ঝাপঝাড় আগাছা পুড়িয়ে ফেলতে উৎসাহিত করছে। ব্যাধি যখন অসচেতন ভাবনাচিন্তা তখন জোর দেওয়া দরকার সচেতনতা প্রসারে।

মৃণাল সেন শুধু বিশ্বসেরা চিত্র পরিচালক নন, তিনি একজন লেখক ও চিত্রনাট্যকার

রথীন কুমার চন্দ

মৃণাল সেনকে আমরা চিনি প্রথিতযশা চিত্রপরিচালক হিসেবে। তার অন্য দুটি পরিচয় এক দিকে তিনি লেখক অন্যদিকে তিনি চিত্রনাট্যকার হিসেবে তার কর্মজীবন চার যুগের ওপর ছিল। ১৯৫৫ সাল থেকে তার চিত্র পরিচালনা লেখা এবং চিত্রনাট্যকারের পথচলা শুরু হয়।

৪৭ বছরের এই কর্মজীবনে তিনি এবং দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার লাভ করেছেন তার অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা তথা বিশ্বের চিত্র জগতে অবদানের জন্য। তার সমসাময়িক প্রথিতযশা চিত্র পরিচালক ছিলেন সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ। তিনি ও সত্যজিৎ রায় বাংলা তথা বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে একটা অন্য মাত্রায় পরিচিতি দিয়েছিলেন।

বিখ্যাত বিচিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ১৪ই মে ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন তৎকালীন বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। তার প্রথম পরিচালনা ছিল ‘রাতভর’ ছবিটি মুক্তি পেলেও, তিনি সেভাবে খ্যাতি লাভ করতে পারেননি। এরপর তিনি কলকাতা ট্রিলজির ওপর ‘ইন্টারভিউ’, ‘কলকাতা একাত্তর’ এবং ‘পদাতিক’ এই তিনটি সিনেমার মাধ্যমে বিখ্যাত হন। সময়কার কলকাতার বিভীষিকাময় জীবনের প্রকৃত রূপ এই কলকাতা ট্রিলজির মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন।

মৃণাল সেন তার প্রথম জীবনে তিনটি পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। একদিকে তিনি সাংবাদিকতা করেছিলেন পরবর্তীতে ওষুধ ব্যবসায়ী এবং তার পরবর্তীতে তিনি শব্দ বা সাউন্ড টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করেছিলেন।

মৃণাল সেন তার চিত্র পরিচালনায় বাস্তবের কাহিনীগুলোকে চিত্রনাট্যে কিছু কাল্পনিক এবং বাস্তব রূপকে তুলে ধরেছিলেন ‘আকালের সন্ধানে’। এটি ১৯৪০ এর দুর্ভিক্ষের ছবি সেলুলয়েডের পর্দায় চিত্রায়িত করেছিলেন। ‘খারিজ’ ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছিল।

চৌদ্দটি জাতীয় পুরস্কার, চারটি আঞ্চলিক চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কারে মৃণাল সেনের ছবিগুলি ভূষিত হয়েছে। এর মধ্যে ‘আকালের সন্ধানে’ ‘ভুবন সোম’, ‘পরশুরাম’ এই সিনেমাগুলি উল্লেখযোগ্য।

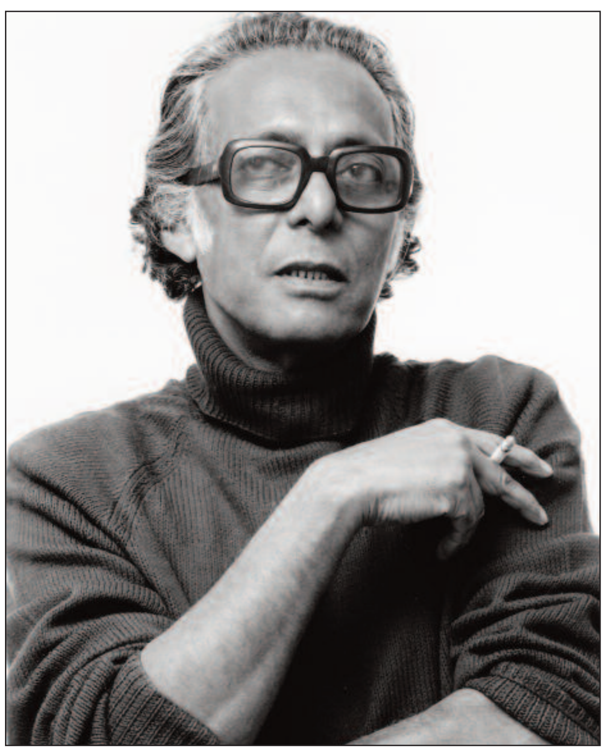

তিনি আন্তর্জাতিক স্তরে ফ্রান্স ও রাশিয়া থেকে সেই দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৮২, ১৯৮৩ এবং ১৯৯৭ সালে কান, বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের জুরির সদস্য ছিলেন।

মৃণাল সেন তার ছায়াছবিতে কলকাতার জনজীবনকে চার চিত্রনাট্যের প্রেক্ষাপটে রেখেছেন। ‘একদিন প্রতিদিন’ সিনেমার তিনি জীবন যুদ্ধের যন্ত্রণাকে সামনে এনেছেন। তার সিনেমার চিত্রনাট্যে তার রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ১৯৯৭ সালে এবং ২০০৩ সালে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন।

‘পুনশ্চ’ এবং ‘মহাপৃথিবী’ এই দু’টি সিনেমা তার কলকাতার জনজীবনকে ঘিরে ছিল। ‘খান্ডার’ এবং ‘খারিজ’ এই সিনেমা দুটির জন্য তিনি দু-দুবার আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। এছাড়াও ‘ভুবন সোম’ এবং ‘আকালের সন্ধানে’ এই দুটি সিনেমার জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন।

তার সিনেমায় ছিল সংলাপের ছড়াছড়ি সমাজের অনেক কিছু বিষয় নিয়ে তার এই সিনেমা অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেছে কিন্তু তার এখনও পর্যন্ত উত্তর মেলেনি।

মৃণাল সেন তার সিনেমা শিল্পকে একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তৈরি করেছিলেন যেখানে তিনি সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ এদের পাশাপাশি নিজের অবস্থানে একটা আলাদা মাত্রা তৈরি করতে পেরেছিলেন। সেই মাত্রা তিনি তার সিনেমা শিল্পে তার চিত্রনাট্য, তার ক্যামেরার পেছনে কর্মকুশলতা দিয়ে তার শৈল্পিক নিদর্শন তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। মৃণাল সেন তার সিনেমায় অসামান্য অবদানের জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিলিট উপাধি লাভ করেছিলেন।

লাল সন্ত্রাস আর নীল-সাদা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য কি?

সুবল সরদার

মহান ভারতের মহান জনগণ, মহান সংবিধান, মহান সুপ্রীম কোর্ট, মহান গণতন্ত্রের অষ্টাদশ নির্বাচনের এখন রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে মাঠে, ময়দানে গরমে, কালবৈশাখীর ঝড়ের মধ্যে। নির্বাচনে এখন শেষের পথে। তারপর দেখবো কে দিল্লির মসনদে বসে। জনগণ এখন শুধু ভোটার নয়, দায়িত্বশীল নাগরিক। তাই ভোটদানের মাধ্যমে সরকারের পালাবদল হয়। এক সরকার যায় আর এক সরকার আসে। বঙ্গে দীর্ঘ লাল সন্ত্রাসের পর এক নতুন নীল-সাদা সরকারের ভূমিষ্ঠ হয় আশা স্বপ্নের দোলা চেপে। কলকাতা লন্ডন হবে, প্যারিস হবে, অশ্ব ডিম্ব প্রসব করবে কত কী স্বপ্ন ছিল। শিল্প হবে, বেকাররা চাকরি পাবে তৃণমূল সরকারের সুপ্রীমো স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন। আমরাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। অচিরে ভুল ভাঙ্গে। হাট্টি মাটিম টিমের মতো তারা মাঠে ডিম পাড়ে। অসুন্দররা ফুলের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে, কবিতা লেখা ‘ওপাং এপাং ঝপাং’ সব এখন চিৎ পটাং। পাহাড়ের গোলাপের মতো সে এক মৃত্যু উপত্যকা সৃষ্টি করে।

কলকাতায় পা দিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলাম। তারপর শুনলাম কখন নাকি শান্তিনিকেতন থেকে নোবেল পুরস্কার চুরি হয়ে গেছে। এই সরকারের গায়ে হাজার ব্যাধিতে ভরা। নাটুকেপনা থেকে দেউলিয়াপনা করে তুলেছে বঙ্গকে। বঙ্গ রসাতলে যাচ্ছে। জলের (কুড়ি টাকা মদের পাউচে) ফোয়ারে রাজ্য ভাসছে। এখন সব চুরি গেছে চাকরি চুরি, বালি চুরি, কয়লা চুরি, গরু চুরি, টাকা চুরি। এখন কাটমানি কালচার চালু হয়েছে। ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস থেকে আরো ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের কবলে জনগণ। লাল সন্ত্রাস আর নীল সাদা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য কি? সন্ত্রাসের কোন চরিত্র হয় না। তার একটাই চরিত্র শুধু সন্ত্রাস করা। জনগণ দিশেহারা। দেওয়ালে পিঠ গেলে তারা প্রতিবাদ, প্রতিরোধের জন্যে পথে নামে। মুখ খোলে। মাঠে ময়দানে নেমে লড়াই করে। এখন যেমন সন্দেশখালিতে মা-বোনদের প্রতিবাদের লড়াই দেখছি।

খেলা হবে দিয়ে এই সরকার শুরু হয় । এখন খেলা শেষ। পা হাত ভেঙ্গে ব্যান্ডেজ পরে কখনোবা সুপ্রীমোর মাথা ফেটে চৌচির হয়ে রক্ত ঝরতে দেখছি। খেলা জমে উঠেছে। নিয়োগ দুর্নীতি থেকে হাজার দুর্নীতিতে সরকার জড়িয়ে পড়েছে। মন্ত্রীসভার আজ অনেকে জেলের ঘানি টানছে। সরকার জল ছাড়া মাছের মতো খাবি খাচ্ছে এই বুঝি প্রাণ যায়। যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করে, জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করে, যারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয় তাদের একমাত্র স্থান জেলে।

দুর্নীতিগ্রস্থ নেতারা জেলে ঘানি টানে। তার মুক্তি খোঁজে হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রীম কোর্ট থেকে বেলে। তারা কখনো সততা প্রমাণ করতে চায় না। তাদের বিরুদ্ধে কোন কেসের নিস্পত্তি হোক তারা কখনো চায় না। অবশ্য হাইকোর্ট থেকে সুপ্রীমকোর্ট কেসের নিস্পত্তি কদাচিৎ হয়। এটা নাকি দীর্ঘমেয়াদি প্রসেস। তাই হার-জিৎ, জয় -পরাজয় জীবন দশায় কেউ দেখতে পায় না। মুক্তির মন্দির নাকি দীর্ঘমেয়াদি পথের দিশারী। সেই কারণে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মামলা সুপ্রীম কোর্টে দু বছর ধরে অপেক্ষা করছে বিচারের আশায়। সেখানে নাকি এই মামলার শুনানির সময় হচ্ছে না। অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতি করতে যারা সুপার নিউমেরিক পোষ্ট তৈরি তারা সুপ্রীম কোর্ট থেকে রাতারাতি রক্ষা কবচ পেয়ে যায়। সিবিআই শিক্ষা দপ্তরের মাথাদের এবং মাথার মাথাদের ধরতে পারে না বা জেরা করতে পারবে না। দুর্নীতির তদন্ত করতে পরে না এমন আদেশ দেশের সর্বোচ্চ মহামান্য আদালত থেকে পাশ হচ্ছে। তার মানে যতো খুশি দুর্নীতি করো, কুছ পরোয়া নেহি কারণ মাথার উপর সুপ্রীম কোর্ট আছে। অন্যদিকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন সুপ্রীম কোর্টে জাস্টিস সঞ্জীব খান্না এবং জাস্টিস দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে কারণ তিনি নাকি এই লোকসভা নির্বাচনের স্টার ক্যাম্পেনার। সুপ্রীম যুক্তি মানতেই হয়। কোটি কোটি টাকার মদ কেলেঙ্কারি থেকে বিদেশি ফান্ড ঢোকে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, খালিস্তানির পৃষ্টপোষকতা থেকে দেশে বিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি জড়িত। তারপরও তিনি অন্তর্বর্তীকালীন বেল পেলেন। অবশ্য তাঁর মন্ত্রীসভার দু’মন্ত্রী এখনো জেলে বন্দি। জনগণ ক্রমশঃ বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারাচ্ছে। তারা এখন প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। The bail granted to Arvind Kejriwal is a glaring example of the biased and unjust decision made by the judiciary in the history of India. — ‘দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বেল প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য বলেছেন সুপ্রীম কোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী হরিশ সালভে।

আজকের এরকম কঠোর পরিস্থিতিতে মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। সংবিধান মোতাবেক সুপ্রীম কোর্ট চলছে না। কখনো সুপ্রীম কোর্ট অধিক সক্রিয় কখনো নিষ্ক্রিয়। গণতন্ত্র বিপন্নতা বোধ করে। মনে হয় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে কলকাতা এখন দিল্লির দিকে যাচ্ছে। দুর্নীতিগ্রস্থ নেতাদের সব মুক্তি আছে সেখানে মুক্তির মন্দিরে। যে নাটক দেখতে বাকি ছিল সেই নাটক দেখছি এখন আমরা। গণতন্ত্রের এ গরিমা নয়, গরল। গরমে গরমে নির্বাচন কাটবে। কিছু রক্ত ক্ষয় হবে। তারপর দেখবো শেষ হাসি কে হাসে? কে রাজ্যের গদিতে বসে? কিছুদিন পর নাটকের পর্দা উন্মোচন হলে বোঝা যাবে। এখন আমরা সাসপেন্স নিয়ে অপেক্ষা করবো।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অন্ডালের উখরায় সদ্যোজাতর মৃত্যু ঘিরে বেসরকারি হাসপাতালে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু ঘিরে অন্ডালের উখড়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে উত্তেজনা। ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে জমায়েত হন মৃত সদ্যোজাতের পরিবার এবং তার আত্মীয়-স্বজনরা। উত্তেজনা থাকায় অন্ডালের উখড়া ফাঁড়ির প্রচুর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় হাসপাতাল চত্বরে। তৃষা ভান্ডারী নামে মৃত সদ্যোজাতের এক আত্মীয়া জানান, শনিবার বিকেল তিনটে নাগাদ মন্জলা সাউ নামে প্রসূতিকে প্রসব যন্ত্রণা ওঠার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি বলেন, সন্ধ্যা ছটা নাগাদ হাসপাতালের ডাক্তার প্রসূতির শারীরিক চিকিৎসা করে জানান শিশু এবং মা দু'জনেই ভালো আছে তবে প্রসব হওয়ার জন্য সময় এখনো হয়নি, তাকে সন্ধ্যার পর ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে। তৃষা দেবী জানান কিন্তু প্রসূতির প্রচন্ড ব্যথা ওঠার কারণে ডাক্তার বাবুকে

অনুরোধ করায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি বলেন, প্রসূতির প্রচন্ড প্রসব যন্ত্রণা ওঠার পরও নার্স দিদিদের ডাকতে গেলে তারা তাদের কথায় কোনও কর্ণপাত করেননি। আর এই ধরনের গাফেলতির কারণেই শিশু প্রসব হওয়ার পরই কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। এই ঘটনায় হাসপাতাল চত্বরে প্রসূতির আত্মীয়-স্বজনরা জড়ো হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে উখড়া ফাঁড়ির প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে হাসপাতালের ডাক্তার চন্দন সেন জানান, এরকম একটা ঘটনা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। প্রসূতিকে তিনি নয় মাস ধরে চিকিৎসা করছিলেন। এর আগেও ওই প্রসূতি তার প্রথম সন্তান আসার পর [illegible] মোড়ের একটা বেসরকারি হাসপাতালে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হয় সেখানে তার শিশু মারা যায়। ডাক্তারবাবু আরো বলেন, প্রসূতি একটি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত। ডক্টর চন্দন সেন জানান এই প্রসূতি 'এসেলাই উইথ প্রেগনেন্সি' নামক রোগে আক্রান্ত। এবং প্রসূতির পরিবারকে তিনি এ কথা আগেই বলে রেখেছিলেন বলে জানান। তিনি বলেন 'এসেলাই উইথ প্রেগনেন্সিতে' আক্রান্ত থাকেন তাদের সিজার করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ তাই সাধারণ ডেলিভারি করা বাচ্চা এবং মায়ের পক্ষে ভালো। ডাক্তারবাবু বলেন, প্রসূতিকে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর দু'জন মা এবং বাচ্চা সুস্থ ছিল। রবিবার সকালে প্রসূতির প্রসব যন্ত্রণা উঠলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের সিনিয়র গাইনো ওই প্রসূতিকে চিকিৎসা করেন। সন্তান জন্ম দেওয়ার কিছুক্ষণ পরই সন্তানের মৃত্যু হয় এবং তারপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের লোকজন।

মহকুমা হাসপাতালে এবার নিখরচায় সিটি স্ক্যান, উদ্বোধনে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সাফল্যে সংযোজিত হল একটি নতুন পালক। রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার স্বার্থে সিটি স্ক্যান পরিষেবা শুরু হল। সিটি স্ক্যানের মতো ব্যয়বহুল পরিষেবা এবার বিনামূল্যে পাওয়া যাবে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। এই উপলক্ষে মহকুমা হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান কবি দত্ত। রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, এবার থেকে হাসপাতালের রোগীদের ও প্রসূতি বিভাগের সিটি স্ক্যান করতে সুবিধা হয়ে গেল। হাসপাতালের নিজস্ব পরিসরের মধ্যেই এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে চিকিৎসা পরিষেবা দ্রুততা বাড়বে। সেইসঙ্গে হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়নও সাধিত হল। অন্যদিকে, আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি চেয়ারম্যান কবি দত্ত জানান, রাজ্যের অন্যতম সেরা মহকুমা সরকারি হাসপাতাল রূপে পরিগণিত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল। হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগ ও শিশু বিভাগ ইতিমধ্যেই সাফল্যের সঙ্গে চলছে সিটি স্ক্যান পরিষেবা চালু হওয়ার পর একই ফ্লোরে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা দিতে চিকিৎসকদের সুবিধা হবে।

পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ, আহত এক শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: হঠাৎ প্রচন্ড বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের আরতি গ্রাম। পরিত্যক্ত বাড়ির মধ্যে মজুত ছিল বোমা আর তা ফেটেই বিপত্তি দাবি স্থানীয়দের। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহা থানার ইছাপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আরতি গ্রামের উত্তরপাড়ায় বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে।

এলাকার এক মহিলা জানান, একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে, বিস্ফোরণের ফলে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। বিস্ফোরণের জেরে ভেঙে পড়ে ওই পরিত্যক্ত বাড়ির একটি অংশ উড়ে যায়। ঘটনায় পাশের বাড়ির এক শিশু জখম হয়। আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

ঘটনার খবর পেয়ে এই ঘটনাস্থলে আসে লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ। পুলিশ বিস্ফোরণ হওয়া বিপদজনক এলাকাটি ফেন্সিং দিয়ে ঘিরে রাখে। যদিও স্থানীয়দের দাবি যে ওই বাড়িতে বোমা রাখা ছিল আর তা থেকেই ঘটে বিস্ফোরণ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে লাউদোহা ফরিদপুর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ঘটনাস্থলে পৌঁছান এসিপি অন্ডাল পিন্টু সাহা, তিনি বলেন, একটা বিস্ফোরণের খবর পেয়েই পুলিশ এখানে এসেছে ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে। ঘটনায় এক্সপার্ট টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে তারা এসেই ঘটনা স্থল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরেই আসল সত্যি সামনে আসবে।

বোলপুরে এসে গর্বিত : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে বোলপুর ডাক বাংলো ময়দানে রবিবাসরীয় বিকেলে তারকা সমাবেশ। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রথমবার বোলপুরে এসে বলেন তিনি গর্বিত। বোলপুরের সাংসদ অসিত মালের সাংসদ কোটায় বোলপুরের ক্রিকেটের উন্নতির জন্য ও স্টেডিয়াম উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করা হবে। তিনি চার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণাও করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সাংস্কৃতিক দলগুলো গান এবং নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলাশাসক বিধান রায়, এসআরডিএ-র চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, বোলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ এবং জেলা ও মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা। ড্রোন উড়িয়ে সৌরভকে কুর্নিশ জানানোর অভিনব আয়োজন ছিল বোলপুর পুরসভার তরফে। সৌরভের সংবর্ধনায় তাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি তুলে দেওয়া হয়। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামীকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করেন জেলাশাসক।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় কাঁকসার গোপালপুরে। মৃতের নাম জিতেন কিস্কু (৩৬)। কাঁকসার গোপালপুরের গোঁসাই ডাঙার বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে শনিবার রাতে সে বাড়ির বারান্দার চালায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়।

এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/ ৪৪ X, তৃতীয় ফ্লোর, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি.এইচ. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩, ই-মেইল: sbi.17899@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, বেহালা -র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এরঃ রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া- আরএসিপিসি, বেহালা, শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী রুদ্র প্রসাদ সেন এবং শ্রীমতি শর্মিলা সেন, ফ্ল্যাট নং- ৬,** ৩য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং- ৪৩/৬/১৬, ঝিল রোড, থানা-কসবা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০৩১	**২০২০ সালের বই নং ১, খণ্ড নং ১৬০৬-২০২০, পৃষ্ঠা ৪৫৭১৪ থেকে ৪৫৭৬১ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত, এ.ডি.এস.আর. শিয়ালদহ পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস। স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী শর্মিলা সেন এবং শ্রী রুদ্র প্রসাদ সেন** তৃতীয় ফ্লোরে, উত্তর দিকে, প্রায় **৫৭৫ বর্গফুট** পরিমাপের ২৩ বছরের পুরনো আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৬ এর সকল, যার মোট পরিমাপ প্রায় **৬৯০ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার সমান, এর মধ্যে রয়েছে ২টি শয়নকক্ষ, ১টি ড্রয়িং স্পেস, একটি লবি, ১টি টয়লেট, ১টি বারান্দা, সমস্ত ফিটিং, আসবাবপত্র এবং ইনস্টলেশন এবং প্রায় **২ কাঠা ১৪ ছটাক ৪০ বর্গফুট** পরিমাপের কমবেশি **জি+৩ তলা বিল্ডিং,** লিফ্ট ব্যতীত, বসতবাড়ির জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার স্বার্থ, যা বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত, যা কে.এম.সি. প্রেমিসেস নং এ/৪৩/৬/১৬/৬, ঝিল রোড (ডাক ঠিকানা-৪৩/৬/১৬, ঝিল রোড), থানা- কসবা, কলকাতা-৭০০০৩১, ওয়ার্ড নং ৯২, পোস্ট-ঢাকুরিয়া, অ্যাসেসি নং ২৪০৯২১৩০০৩৭২ এর অধীনে, সমস্ত সাধারণ পথ, অংশ, প্রবেশদ্বার এবং সংযুক্ত খোলা টেরেস, ড্রেন, পয়ঃনিষ্কাশন, ওভারহেড এবং ভূগর্ভস্থ জলাধার, সেপটিক ট্যাঙ্ক, পাম্প, মোটর ইত্যাদির সমস্ত সুবিধা অধিকার সহ সাধারণ এলাকা এবং সুবিধা এবং ডি.এস.আর.-৩, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা-তে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, **নিম্নরূপে বেষ্টিত এবং সীমানাযুক্ত:- উত্তরে -** শ্রীমতি বিন্দু নাথের খালি জমি দ্বারা, **দক্ষিণে-** ১৬ ফুট প্রশস্ত কে.এম.সি. ব্ল্যাক টপ রোড দ্বারা, **পূর্বে -** অমৃত মন্দির স্কুল দ্বারা, **পশ্চিমে-** ১৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ দ্বারা।	১) ১৯.০২.২০২৫ ২) ১৫.০৫.২০২৫ ৩) ১৬,৩৩,৮৬৫/- টাকা (ষোল লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশো পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র) এবং ২০.০২.২০২৫ থেকে আরও সুদ এবং ২০.০২.২০২৫ থেকে আরও সুদ, খরচ, ইত্যাদি। ১) ১০.০৯.২০২৪ ২) ১৫.০৫.২০২৫ ৩) ৯,৪১,৭৭৬ / -টাকা (নয় লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র) এবং ১১.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে এর উপর খরচ, ব্যয় ইত্যাদি।
২.	**শ্রী অমর দাস, সৌমিত্র অ্যাপার্টমেন্ট,** ফ্ল্যাট নং- **১এইচ,** ১ম ফ্লোর, প্রেমিসেস নং-২৫, দক্ষিণ পাড়া রোড, পোস্ট-বড়িশা, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা- ৭০০০৬৩	**বই নং ১, খণ্ড নং ১৬৩০-২০২৩, পৃষ্ঠা ৫৫৩৫ থেকে ৫৫৬২, বিয়িং নং ১৬৩০০০০০৩ সাল ২০২৩ এ নিবন্ধিত, ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিস -ডি.এস.আর.-৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ স্বত্বাধিকারী- শ্রী অমর দাস** প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং **১এইচ** এর সকল, যার পরিমাপ প্রায় **৭০৭ বর্গফুট**, যার মধ্যে দুটি শয়নকক্ষ, একটি লিভিং-কাম-ডাইনিং, একটি রান্নাঘর, একটি বারান্দা, দুটি টয়লেট রয়েছে, যার মধ্যে ফ্ল্যাটের সমগ্র এলাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, **১৬.২ কাঠা** এলাকা জুড়ে বিস্তৃত **জি+৩ তলা ভবন,** যার মৌজা-পশ্চিম বড়িশা, জে.এল.নং ১৯, আর.এস.নং ৪৩, খতিয়ান নং ২৬২ এবং ৯১০, দাগ নং ৩২১৮ এবং ৩২৩৩ এর অধীনে, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (এস.এস ইউনিট), ওয়ার্ড নং ১২৫ এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত, প্রেমিসেস নং ২৫, দক্ষিণপাড়া রোড, কলকাতা- ৭০০০৬৩, থানা-ঠাকুরপুকুর, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা এবং জেলা রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এবং অ্যাসেস নং ৪১-১২৫-০৬-০৬৮৭-৮, সেইসঙ্গে জলের লাইন, বৈদ্যুতিক লাইন, গ্যাস লাইন, টেলিফোন লাইন ইত্যাদি গ্রহণের জন্য সমস্ত রাস্তা এবং প্যাসেজের জমি এবং মাটির উপরে এবং নীচে অন্যান্য সমস্ত সুবিধার অধিকার এবং আনুষাঙ্গিকগুলির আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার সহ এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :- উত্তরে-** শ্রীমতী লিলি পালের বাড়ি, **দক্ষিণে-** ক্ষুদিরাম সব পেয়েছির আসর, **পূর্বে-** দক্ষিণ পাড়া রোড ১২ ফুট প্রশস্ত **পশ্চিমে-** শ্রী গৌর সরকারের বাড়ি দ্বারা ।	

তারিখ: ১৫.০৫.২০২৫
স্থান: বেহালা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কাঁকসার প্রথম শহিদ তৃণমূল কর্মীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রয়াত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সান্টু গোপাল মণ্ডলকে শ্রদ্ধা জানান তৃণমূলের কর্মীরা। রবিবার কাঁকসার বাবনা বেড়া গ্রামে তার বাড়িতে গিয়ে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাকে শ্রদ্ধা জানান কাঁকসা ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কুলদীপ সরকার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা আমলা জোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কণিকা বাগদি, উপ-প্রধান নাসিম আলি মীর, প্রয়াত সান্টু গোপাল মণ্ডলের দাদা আনন্দ মণ্ডল ও তার ভাইপো অরূপ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯৯৮ সালের ১৮ মে অবিভক্ত বর্ধমান জেলার কাঁকসায় সিপিআইএম আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে প্রথম শহিদ হন বাবনা বেড়ার বাসিন্দা সান্টু গোপাল মণ্ডল। তিনি পেশায় একজন গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। গ্রামে সক্রিয় ভাবে তৃণমূল করার অপরাধে ও সিপিআইএম এর বিপক্ষে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের হয়ে প্রার্থী হওয়ার অপরাধে তাকে খুন করা হয়। অভিযোগ ওঠে তৎকালীন বাম সরকারের শাসক দলের ওপর। ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে ওঠে। এর পরে একের পর এক তৃণমূল কর্মী শহিদ হন। রাজনৈতিক জীবনে তার আদর্শ ও তার দেখানো পথ অনুসরণ করেই এদিন কাঁকসা ব্লকের কর্মীরা এগিয়ে চলেছেন।

এছাড়াও এদিন বিকালে বাবনাবেরা গ্রামের মোড়ে অবস্থিত সান্টু গোলাপ মণ্ডলের মূর্তিতে মাল্যদান করে তাকে শ্রদ্ধা জানান গ্রামের মানুষ ও তৃণমূল কর্মীরা। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা চিন্ময় মণ্ডল, তারকেশ্বর মণ্ডল, গ্রামের বর্ষীয়ান কর্মী পরেশনাথ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন সকলে মিলে সান্টু গোলাপ মণ্ডলের মূর্তিতে মাল্যদান করে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তৃতার মাধ্যমে তার রাজনৌতিক জীবন সকলের সামনে তুলে ধরেন সকলে।

চেলিয়ামাতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লক সদর চেলিয়ামাতে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন করলেন পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। রবিবার দুপুরে সাংসদ চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অদূরে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন।

সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া জেলা বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিবেক রাঙ্গা, রাজ্য নেতা চরণ বাউড়ি, এলাকার তথা পাড়া বিধানসভার বিধায়ক নদিয়ার চাঁদ বাউড়ি, জেলা বিজেপির সহ সভাপতি অসীম চ্যাটার্জী, পাড়া বিধানসভার কনভেনার শীতল নাগ,

পাড়া মণ্ডল ১ ও ২ এর মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ মণ্ডল ও সঞ্জয় বাস্কে সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০৭১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর অনুমোদিত অফিসার ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ চুক্তিভিত্তিক সুদের হারে এবং শাস্তিমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণের উপর দাবি বিজ্ঞপ্তিরতারিখের পড় থেকে সুদ এবং দন্ডমূলক সুদ, চার্জ, খরচ ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ঋণগ্রহীতা / জামিনদারের নাম ও ঠিকানা	ক) বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমান খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখলের তারিখ
১. মেসার্স অন্নপূর্ণা লজিস্টিকস (পার্টনারশিপ ফার্ম) ১এ কালীঘাট পার্ক দক্ষিণ কলকাতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০২৬. এছাড়াও- ৪২৮ পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০০৭৮। **২. শ্রী রাজ কুমার সিং (অংশীদার)** পিতা- বাবুলাল সিং ১৮/১ শশী শেখর বোস রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৫। **৩. শ্রী কৃষ্ণকান্ত কুমার সিং (অংশীদার)** পিতা- বাবুলাল সিং ১৮এ শশী শেখর বোস রোড, ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৫।	ক) ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী লোন এ/সি নং ***********৭৪৩৪ এর অধীনে ২,৪৯,০৩,৪১৩/- টাকা (দুই কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ তিন হাজার চারশো তেরো টাকা মাত্র) (এই পরিমাণে ৩১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত), ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী লোন এ/সি নং ***********১৮৫০ এর অধীনে ৮,১৪,২৯৩.০৭ টাকা (আট লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুইশো তিরানব্বই টাকা সাত পয়সা মাত্র) (এই পরিমাণে ৩১.০৪.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ অন্তর্ভুক্ত) এবং ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী লোন এ/সি নং ***********১২৩০ এর অধীনে ৪১,০৩,৭৫৫ (একচল্লিশ লক্ষ তিন হাজার সাতশো পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) (এই পরিমাণে ৩১.০৪.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ), খ) **২৯.০৪.২০২৪** গ) **১৫.০৫.২০২৫ (বাস্তবিক দখল)**

সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা

সম্পত্তি নং ১ (তফসিল ''ক'' সম্পত্তি)- প্রায় ৬ (ছয়) কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ও তার উপর অবস্থিত ভবন যার মৌজা গড়ফা, জে.এল. নং ১৯, আর.এস. নং ২, তৌজি নং ১৫৫, আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৪১ এবং ১৫৪২ এর মধ্যে, দাগ নং ১৭৭৬, থানা- কসবা, বর্তমানে গড়ফা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৭৭, পূর্বাচল মেইন রোড এবং ডাক ঠিকানা- ৮০/২, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, ওয়ার্ড নং ১০৬ এর অধীনে অবস্থিত। এর সাথে সমস্ত সুবিধার অধিকার সংযুক্ত। কাঠামোযুক্ত জমিটি নিম্নোক্ত ভাবে সীমানাযুক্ত- উত্তরে আর.এস. দাগ নং ১৭৭ এর জমি দ্বা এবং ৪ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ দ্বারা // দক্ষিণে- আর.এস. দাগ নং ১৭৭৫ এর জমি দ্বারা। পূর্বে- আর.এস. দাগ নং ১৭৭৬ এর জমি দ্বারা। পশ্চিমে- ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। বন্ধকী ফ্ল্যাট - ফ্ল্যাট নং বি-৩ এর সকল, দ্বিতীয় ফ্লোরে (উত্তর-পশ্চিম দিকে) (উপরে), প্রায় ৭৯৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, যার মধ্যে দুটি শয়নকক্ষ, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট আছে, এবং অবিভক্ত আনুপাতিক জমির শেয়ার সহ এবং এটি কেএমসি প্রেমিসেস নং ৭৭৭, পূর্বাচল মেইন রোডে অবস্থিত এবং ডাক ঠিকানা- ৮০/২, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭৮, ১০৬ নং ওয়ার্ডের অধীনে, থানা কসবা, বর্তমানে গড়ফা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, উপরে তফসিল 'ক'-এ আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং দলিল অনুসারে চতুর্থ তফসিলে উল্লিখিত সাধারণ এলাকা এবং সুযোগ-সুবিধার অধিকার যুক্ত। এই সম্পত্তিটি শ্রী রাজ কুমার সিং-এর নামে আছে।

সম্পত্তি নং ২ (তফসিল ''ক'' সম্পত্তি)- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) জেলার মৌজা- গড়ফা, জে.এল. নং- ১৯, আর.এস. নং ২ খতিয়ান নং- ১৫৪১ এবং ১৫৪২, দাগ নং ১৭৭৬, ৭৭৭ পূর্বাচল মেইন রোডে, কলকাতা- ৭০০০৭৮ কসবা থানার অন্তর্গত, কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার অধীনে, ১০৬ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ৬(ছয়) কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাণের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং নিম্নোক্তভাবে পরিবেষ্টিত :- উত্তরে- দাগ নং ১৭৭২-এর জমি, ৪ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ। পূর্বে- দাগ নং ১৭৭৬ এর জমি। দক্ষিণে- দাগ নং ১৭৭৫ এর জমি। পশ্চিমে- ৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা। বন্ধকী ফ্ল্যাট - তৃতীয় ফ্লোরে পূর্ব দিকে সি-৩ নম্বর ফ্ল্যাটের সকল, আবাসিক ফ্ল্যাটটি প্রায় ৯৯৪ বর্গফুট পরিমাপের, যার মধ্যে ৩টি শয়নকক্ষ, ১টি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট কাম প্রিভি এবং ১টি টয়লেট, একটি বারান্দা এবং একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস রয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে। কে.এম.সি প্রেমিসেস নং ৭৭৭, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা- ৭০০০৭৮ এর অধীনে । এই সম্পত্তিটি শ্রী রাজ কুমার সিং-এর নামে আছে।

সম্পত্তি নং ৩ (তফসিল ''ক'' সম্পত্তি ৭ (সাত) কাঠা বা সামান্য কমবেশি পরিমাণের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং যার মৌজা- গড়ফা, জে.এল. নং ১৯, আর.এস. নং ২, পরগনা খাসপুর, তৌজি নং ১৫৫, আর.এস. খতিয়ান নং ১৫৪১ এবং ১৫৪২, আর.এস. দাগ নং ১৭৭৬ এবং ১৭৭৫, থানা কসবা, বর্তমানে গড়ফার সাথে সম্পর্কিত, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) জেলার কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১০৬ এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং, যা নিম্নরূপে পরিবেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ , উত্তরে- দাগ নং ১৭৭২ এর জমি এবং ৪' প্রশস্ত সাধারণ পথ। // পূর্বে- দাগ নং ১৭৭৫ এর জমি। দক্ষিণে- ১০ ফুট প্রশস্ত কে.এম.সি. রোড। // পশ্চিমে- কে.এম.সি. প্রেমিসেস নং ৭৭৭। বন্ধকী ফ্ল্যাট - আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি-২ এর সকল, প্রথম ফ্লোরে পশ্চিম দিকে, কমবেশি ৫৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, যার মধ্যে রয়েছে ১ (এক) শয়নকক্ষ, ১ (এক) ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং, ১ (এক) টয়লেট-কাম-প্রিভি এবং একটি বারান্দা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ১০৬ এর অধীনে, যার প্রেমিসেস নং ৭৭৬, পূর্বাচল মেইন রোড, থানা- গড়ফা, কলকাতা-৭০০০৭৮, ব্যবহারের অধিকার সহ সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং সাধারণ পরিষেবা এবং ফিক্সচার এবং ফিটিংস, বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন এবং দলিলের 'সি' তফসিলে উল্লেখিত সাধারণ এলাকা এবং সুযোগ-সুবিধার সুবিধা সহ। এই সম্পত্তিটি শ্রী রাজ কুমার সিং-এর নামে আছে।

সম্পত্তি নং ৪ (বন্ধকী সম্পত্তি)- কমবেশি ১ (এক) কাঠা ১৪ (চৌদ্দ) ছটাক ৩২ (বত্রিশ) বর্গফুট পরিমাণের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার উপর ২০০ বর্গফুট এসটিএস কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে, যা মৌজা-গড়ফা, জে.এল. নং ১৯, আর.এস. নং ২, তৌজি নং ১৫৫-এ অবস্থিত এবং সি.এস. খতিয়ান নং ৮৮৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৯২৮,৯৮৪,৯৭৩/১, সি.এস. দাগ নং ১৪৭৬, আর.এস. দাগ নং ১৭৭, থানা কসবা, বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাধীন গড়ফা তে, ওয়ার্ড নং ১০৬ এর অধীনে, পূর্বাচল রোডে যা এখন কবি মোহিত লাল রোড নামে পরিচিত, কলকাতা-৭০০০৭৮ (প্রেমিসেস নং ৭৭৭/এ, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা ৭০০০৭৮), ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) জেলার অন্তর্গত, এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সুবিধা অধিকার এবং সম্পত্তির সীমানা:- উত্তরে- পি. ঘোষ// দক্ষিণে- অলোক কুমার মন্ডলের জমি। পূর্বে- গ্যাস গোডাউনের জমি / পশ্চিমে- ১২ ফুট প্রশস্ত কবি মোহিত লাল রোড। এবং উত্তরে- গ্যাস গোডাউনের জমি। দক্ষিণে- পূর্বাচল রোড। পূর্বে- যাযাবর ক্লাব। // পশ্চিমে- গ্যাস গোডাউনের জমি। এই সম্পত্তিটি শ্রী রাজ কুমার সিং-এর নামে আছে।

তারিখ: ১৯-০৫-২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
জীবন দীপ বিল্ডিং, ১০ম ফ্লোর,
১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

সংশোধনী

২৯.০৪.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপনে। ঋণগ্রহীতার নাম: **মেসার্স এস.আর. টিম্বার প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড** ৩০.০৫.২০২৫ তারিখে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি II, কলকাতা কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত **বিবরণ নং ৪** -এর অধীনে সম্পত্তি বিক্রয় প্রত্যাহার করা হচ্ছে, যেহেতু সিডি সিআইআরপি এর অধীনে এনসিএলটি কলকাতা কর্তৃক ০৭.০৪.২০২৫ তারিখের আদেশ অনুসারে অনুমোদিত। পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপনে অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি এবং শর্তাবলী একই থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

J.G.Chemicals Limited

Adventz Infinity@5, Unit No. 1511, Street No. 18, BN Block,
Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, India,
Email: corporate@jgchem.com | Web: www.jgchem.com
CIN: L24100WB2001PLC093380

Extract of the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025

(₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended 31-03-2025 (Audited)	Quarter ended 31-12-2024 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2024 (Audited)	Year ended 31-03-2025 (Audited)	Year ended 31-03-2024 (Audited)
Revenue from operations	224.25	209.08	181.36	847.94	667.69
Profit before exceptional item and tax	21.55	23.96	18.15	89.90	44.90
Profit before tax	21.55	23.96	18.15	89.90	43.10
Profit after tax	15.91	17.81	13.60	66.76	32.11
Total comprehensive income for the period	12.10	17.81	17.60	69.11	36.83
Paid up Equity Share Capital	39.19	39.19	39.19	39.19	39.19
Total reserves (including non- controlling interests)	-	-	-	435.43	366.32
Earnings per Equity Share (of ₹ 10 each)					
Basic and Diluted (Not Annualised *)	*3.92	*4.33	*4.00	16.34	9.60

Notes :
1. Additional information on Audited Standalone Financial Results is as follows: (₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended 31-03-2025 (Audited)	Quarter ended 31-12-2024 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2024 (Audited)	Year ended 31-03-2025 (Audited)	Year ended 31-03-2024 (Audited)
Revenue from operations	75.50	60.37	67.15	271.82	244.65
Profit before exceptional item and tax	8.54	4.83	6.42	27.00	16.21
Profit before tax	8.54	4.83	6.42	27.00	14.40
Profit after tax	6.36	3.54	4.87	20.02	10.79

2. The Audited Consolidated Financial Results and Audited Standalone Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 17th May, 2025. The Statutory Auditors have expressed an unmodified audit opinion on these results.
3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025, are available on the BSE Limited website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.jgchem.com).
4. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.

Date: 17.05.2025
Place: Kolkata

By order of the Board
For J.G.Chemicals Limited
Sd/-
Suresh Jhunjhunwala
Chairman and Whole-time Director

দেশবিরোধী পোস্ট করে পাকিস্তানকে সমর্থন করায় গ্রেপ্তার খানাকুলের যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অসম্মান করে পাকিস্তানের সমর্থনে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেপ্তার খানাকুলের এক যুবক। ধৃতের নাম মুস্তাকিন শা। বাড়ি খানাকুলের গণেশপুরের ফকির পাড়া এলাকায়। রবিবার ধৃতকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। মহামান্য বিচারক ধৃতকে পাঁচ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালের দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছবি ব্যবহার করে এআই দ্বারা এডিট করা একটি ছবি মুস্তাকিন তার ফেসবুকে প্রোপাইলে পোস্ট করে বলে অভিযোগ। সেই ছবির মাধ্যমে দেশবিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশ পায় এবং পাকিস্তানকে সমর্থনের ইঙ্গিত থাকে, মুস্তাকিন ইচ্ছাকৃত ভাবে করে বলে অভিযোগ। এই ছবি পোস্ট করে সে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অসম্মান করে। শত্রুদেশের পক্ষ নিয়ে দেশের বিরোধিতা করায় সোশ্যাল মিডিয়ার ওই পোস্ট দেখে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। স্থানীয় এলাকা থেকেই খবর যায় পুলিশের কাছে। এমনকী খানাকুল থানায় অভিযোগ জমা পড়ে। তারপরই শনিবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত,কাশ্মীরের পহেলগাঁ এর ঘটনার বেশ কয়েকদিন পর থেকেই ভারত শত্রু দেশ পাকিস্তানের উপর প্রত্যাঘাত করে। গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের উপর ভারত লাগাতার সামরিক শক্তি দিয়ে প্রত্যাঘাত করে। যদিও বর্তমানে যুদ্ধ বিরতি চলছে। এই রকম পরিস্থিতিতে দেশ বিরোধী পোস্ট খানাকুলের এই যুবকের। তাই তড়িঘড়ি পুলিশ প্রশাসন যুবককে গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠায়। যদিও ধৃত যুবক সাংবাদিকদের সামনে মুখ খোলেনি। তবে তার স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেন, ফেসবুকে কোনও কিছুই জানেন না। হাত লেগে শেয়ার হয়ে গিয়েছিল ওই ছবিটি। ভুল বশত তার স্বামীর প্রোফাইল থেকে শেয়ার হয়। এই জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থী। স্বামী কিছুই জানেন না। স্বামী নির্দোষ। অপরদিকে আরামবাগ বিজেপির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, পাকিস্তানের মদতে ফেসবুকে দেশবিরোধী পোস্ট ভাইরাল হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। স্বাধীন দেশে থেকে দেশবিরোধী কথা প্রচার করা যাবে না। অবিলম্বে এদের শাস্তি চাই।

বিদ্যুৎ গেলে আসে ২দিন পর, বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আসতেই ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: এলাকাবাসীদের অভিযোগ, সিঙ্গুরের বাসুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাঁসারি পুকুর, শ্রীরামপুর, লক্ষণপুর, রাজারামবাটি কোলেপাড়া-সহ একাধিক গ্রামের মানুষ বিগত কয়েক বছর ধরে বিদ্যুতের সমস্যায় নাজেহাল। গরম পরলেই সমস্যা আরও প্রকট হয়। প্রায়শই বিদ্যুৎ চলে যায়। টানা এক-দু'দিন বিদ্যুৎ না আসার ঘটনাও অতীতে ঘটেছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। দিনের অধিকাংশ সময় লো ভোল্টেজ থাকায় বাড়ির ইলেকট্রিক সরঞ্জামের ক্ষতি হয় বলেও জানিয়েছেন তাঁরা।

একে তীব্র গরম, তার ওপর রাত থেকে বিদ্যুৎ নেই। সব মিলিয়ে একেবারে দমবন্ধকর পরিস্থিতি। এতেই ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে সিঙ্গুরের বাসুবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলিকুল এলাকার বাসিন্দাদের। শনিবার রাত থেকেই বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন থাকার পর রবিবার সকালে গ্রামে বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। গাড়ি আটকে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এর পর ঘটনাস্থলে আসে সিঙ্গুর থানার পুলিশ। পুলিশের সামনেও ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখার জন্য বারবার সিঙ্গুরের ইলেকট্রিক দপ্তরের অফিসে জানিয়েও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, 'শনিবার ঝড়বৃষ্টি হয়নি। তারপরেও কারেন্ট চলে গিয়েছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কারেন্ট ফিরে এলে তাও ঠিক আছে। কিন্তু এখানে তো এক থেকে দু'দিন বাদে কারেন্ট আসে। এ বিষয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিসট্রিবিউশন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত সেন বলেন, 'এক মাস ধরে সমস্যা হচ্ছে। লোড বেশি থাকার জন্য মূলত এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।

বাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমাদের দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও শত্রুর মোকাবিলায় দেশের সেনাবাহিনী যে ভূমিকা পালন করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানানোর জন্য রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে বিকেল ৪টায় সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতির থেকে কল্পনা হল পর্যন্ত মিছিল সংগঠিত হয়। ছবি: বনস্পতি দে।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা বিবেকানন্দ সংঘের পরিচালনায়। রবিবার সকাল থেকে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির শুরু হয়। ১০০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন এছাড়া ১৫ জন এলাকার মানুষ রক্ত দিতে না পেরে ফিরে গিয়েছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ও বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ। এছাড়া প্রতিটি রক্তদাতাকে ক্লাবের পক্ষ থেকে চারা গাছ দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এই রক্তদান শিবিরে মরণোত্তর দেহ দান ও চক্ষুদান অঙ্গীকার পত্রে বেশ কয়েকজন স্বাক্ষর করেন বলে জানা গিয়েছে।

দেশবিরোধী পোস্ট করার অভিযোগে ধৃত আউশগ্রামের রেলকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ফেসবুকে দেশবিরোধী পোস্ট করার অভিযোগে ধৃত আউশগ্রামের পিচকুড়ি গ্রামের বাসিন্দা রেলকর্মী ইমারুল শেখ ওরফে স্বপন শেখকে রবিবার আদালতে পেশ করে পুলিশ। গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ এদিন ইমারুল শেখকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কণ্ঠস্বর নকল করে একটি ফেক ভিডিও পোস্ট করেছিলেন পিচকুড়ি গ্রামের বাসিন্দা রেলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ইমারুল শেখ। ওই পোস্টে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ছবি ব্যবহার করে দেশ ও দেশের প্রধানমন্ত্রীকে হেয় করা হয়েছিল। শত্রুদেশের পক্ষ নিয়ে দেশের বিরোধিতা করার সামাজিক মাধ্যমে ওই পোস্ট এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। স্থানীয় এলাকা থেকেই পুলিশের কাছে খবর যায়। এরপর শনিবার রাতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। এদিন ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়। জানা গিয়েছে, ইমারুলরা তিন ভাই। সে বড়। বাবা ছিলেন রেলের কর্মী। বাবার মৃত্যুর পর ওই চাকরি পান বড় ছেলে ইমারুল শেখ। বর্ধমানে কর্মরত ছিলেন। তার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা সহ একাধিক গুরুতর অপরাধের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সেনা জওয়ানদের সম্মানে জামালপুরে তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা ও আত্মবলিদানকে সম্মান জানাতে রাজ্যজুড়ে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। রবিবার জামাল পুরে কর্মসূচি পালন করে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শনিবার ও রবিবার দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে প্রতিটি জেলায় এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শহিদ জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেস এই উদ্যোগ নিয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেনাবাহিনীর অবদানকে সম্মান জানিয়ে তর্পণের প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবেই রবিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকে একটি বর্ণাঢ্য মিছিলের আয়োজন করা হয়। ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহেমুদ খানের নেতৃত্বে মিছিলটি সংগঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। মিছিলে প্রায় ৭ থেকে ৮ হাজার সাধারণ মানুষ পা মেলান। বর্ণাঢ্য মিছিলটি জামালপুর বিডিও অফিস থেকে জামালপুর বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত হয়। তার পর জামালপুর বাসস্ট্যান্ড মোড়ে একটি পথসভাও অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বকবি শান্তি সম্মান পুরস্কার পেলেন স্বপন দত্ত বাউল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সারা রাজ্য ঘুরে দেশে বিদেশে ছুটে গিয়ে বাউল লোক গানে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় বার্তা দেন বাউল শিল্পী স্বপন দত্ত। রাষ্ট্রপতি প্রশংসিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে এবার বিশ্ব কবি শান্তি সম্মান দেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য যুব কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি সেক্রেটারি দিলীপ বিশ্বাস, পদ্মশ্রী রতন কাহার ও কাজী নজরুলের নাতনি সোনালী কাজী সকলে মিলে বিশ্ব কবি শান্তি সম্মান পুরস্কার দিলেন শান্তির দূত সম্মানিত পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট গুণীজনদের মাঝে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত আধুনিক গানটি ও অন্য একটি লোক সংগীত যে গান দুটির গীতিকার সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী স্বপন দত্ত বাউলের গাওয়া গান দুটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডেপুটি সেক্রেটারি দিলীপ বিশ্বাস, পদ্মশ্রী রতন কাহার ও নজরুলের নাতনি সোনালী কাজী। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বড় লোকের বেটিলো খ্যাত পদ্মশ্রী রতন কাহার বলেন, স্বপন দত্ত বাউল গানের মাধ্যমে বিনা পারিশ্রমিকে যেভাবে বহু বছর ধরে সমাজ সচেতন, কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে আমার মনে হয় রাজ্যে এমন মহতী উদ্যোগ নেওয়া স্বপন বাউলের জুড়ি মেলা ভার। স্বপন বাউল বলেন, সমাজকে সচেতন করি, কুসংস্কার কুপ্রথা দূর করি, আর সবসময় শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় বার্তা দিয়ে যাই।

বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টিস আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ ও বসিরহাট: ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে আমদানি নিয়ে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তবে উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে গার্মেন্টিস আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ফলে ভারতের পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা স্থলবন্দরে তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। পেট্রাপোল সীমান্তে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ক্লিয়ারিং এজেন্টদের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী জানান, বাংলাদেশ থেকে শুধুমাত্র গার্মেন্টিস আমদানির ক্ষেত্রে পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ফলে আর সব জিনিসই আমদানি রপ্তানি হচ্ছে। অন্যান্য দিনের মতোই সবকিছু স্বাভাবিক। প্রতিদিনের মতো যেভাবে ট্রাক পারাপার হয় সীমান্তে সেই ভাবে সকালবেলা থেকেই সব পারাপার হচ্ছে। তবে ভারতের অন্যান্য স্থল বন্দরগুলি দিয়ে অনেক কিছু জিনিস পারাপারের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারত সরকার।

আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবসে আয়োজিত হল দশাবতার তাসের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: খোদ মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারে দশাবতার তাস খেলার প্রচলন ছিল। মল্ল রাজাদের হাত ধরে সেই খেলা সটান চলে আসে এই বাংলার বিষ্ণুপুরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সেই খেলা হারিয়ে গেলেও হারায়নি দশাবতার তাস শিল্প। বিষ্ণুপুরের সেই প্রাচীন ও বহু ঐতিহ্যবাহী শিল্পের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবসে আয়োজিত হল দশাবতার তাসের কর্মশালা। যেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা শিল্পীর কাছ থেকে হাতে কলমে শিখে রঙ তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলল দশাবতার তাসের নানান ছবি।

কথিত আছে, আকবরের রাজসভায় দারুন কদর ছিল দশাবতার তাসের। স্বয়ং সম্রাট এবং তাঁর পারিষদেরা দরবারে এই খেলায় অংশ নিতেন। মোঘল সম্রাটদের সঙ্গে সখ্যতার সূত্র ধরে সেই দশাবতার তাস খেলার রীতি সটান চলে আসে মল্ল রাজধানী বিষ্ণুপুরে। মল্ল রাজপরিবারেও শুরু হয় এই তাস খেলা। ধীরে ধীরে রাজকীয় এই খেলা ছড়িয়ে পড়ে মল্ল রাজধানীর অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে। ক্রমে তাসের চাহিদা বাড়তে থাকায় বিশেহ অঙ্কন পদ্ধতি অনুসরণ করে হাতে আঁকা তাস তৈরির দায়িত্ব পড়ে রাজ কর্মচারী ফৌজদার পরিবারের উপর। পরে অন্যান্য বিনোদনের রমরমায় বিষ্ণুপুর শহর থেকে দশাবতার তাস খেলার চল উঠে গেলেও ফৌজদার পরিবারের হাত ধরে দিব্যি টিকে থাকে দশাবতার তাস তৈরির শিল্প। এবার সুপ্রাচীন এই শিল্পকলাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ বিষ্ণুপুর পুরাকৃতি ভবনে আয়োজিত হয় কর্মশালার। যেখানে বিখ্যাত দশাবতার শিল্পী শীতল ফৌজদার নিজে হাতে বিশেষ এই তাস অঙ্কন পদ্ধতি শিখিয়ে দেন পড়ুয়াদের। বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রায় ২০টি প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের পাশাপাশি খোদ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকও রং তুলি হাতে ফুটিয়ে তোলেন দশাবতার তাসের বিশেষ শিল্পকলা।

মন্তেশ্বর ব্লকের ছয়টি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকের কুসুম গ্রাম ডাকবাংলা মোড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংসদ তহবিলের ৪২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খরচে মন্তেশ্বর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয়টি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাস করলেন সাংসদ কীর্তি আজাদ। তার মধ্যে মন্তেশ্বর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওয়াল গার্ড, কুসুমগ্রাম তৈয়বা হাই স্কুলে সাইন্স ল্যাব, কুসুমগ্রাম গোরস্থানের শেড, তুল্লা গ্রামে শ্মশান ঘাট নির্মাণ, কুলে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ, ও ভাগড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ।

রাজ্য সড়ক স্তব্ধ করল দাঁতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রবিবার সকালে ঝাড়গ্রামের শালবনিতে দু'ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চালাল একটি দাঁতাল। এদিন খাবারের সন্ধানে কলাবনির জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঝাড়গ্রাম-লোধাশুলি ৯ নম্বর রাজ্য সড়কের উপর দাপিয়ে বেড়ায় তারা। স্থানীয় বাসিন্দারা এবং বনদপ্তরের কর্মীরা অনেক চেষ্টা করেও রাজ্য সড়কের ওপর থেকে হাতিটিকে সরাতে পারেনি। এরফলে কলকাতা মুম্বই ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার দু'পাশে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সমস্ত যানবাহন। এলাকায় রয়েছে আটটি হাতি। হাতিগুলি যে ভাবে বাগানে হানা দিচ্ছে তাতে এলাকায় আতঙ্কও বাড়ছে। এদিন বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু'ঘণ্টার চেষ্টায় হাতিটিকে রাজ্য সড়ক থেকে সরিয়ে দিতে সমর্থ হয়।

রক্তের সংকট মেটাতে তৃণমূলের উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা ব্লকের বাঁশকোপা গ্রামে বাঁশকোপা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও জলসত্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার। এদিন এই রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৭০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। এদিন শিবিরে গিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করার পাশাপাশি সকল রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তিনি বলেন, গ্রীষ্ম কালে প্রতিটা ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দেখা দেয়। যার কারণে রক্তের যোগান না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় রোগীদের। সেই কথা মাথায় রেখেই দলের পক্ষ থেকে এই গ্রীষ্মের সময় রক্তের সংকট মেটাতে বিভিন্ন প্রান্তে রক্তদান শিবির করে রক্তের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করা হয়।

সবুজ পৃথিবী গড়তে বিদেশের মাটিতেও গাছ বসালেন আরামবাগের গাছ মাস্টার

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: সুস্থ পৃথিবী গড়ে তুলতে আরও সবুজ চাই,এই স্লোগানকে সামনে রেখে গাছ লাগানোর সংকল্প নিয়েছিলেন আরামবাগ হাইস্কুলের গাছ মাস্টার ভবানী প্রসাদ দাস। সেই সংকল্প বর্তমানে অনেকটাই বাস্তবায়িত। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় গাছ বসানোর পর তিনি বিদেশের মাটিতেও গাছ বসান। বর্তমানে প্রায় ১৫ হাজার গাছ লাগান তিনি। প্রতিবেশী দেশ ভুটানে গিয়ে বৌদ্ধ মন্দির ও আশ্রম প্রাঙ্গণে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে গাছ বসান। সেখানে তিনি ফুন্ট শোলিং, রিচচেন্ডিং এর বৌদ্ধ মঠগুলিতে জ্যাকারান্ডা অর্থাৎ নীল কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, এবং ফুলের গাছ রঙ্গন বসিয়ে সবুজ পৃথিবীর বার্তা দেন। জানা গেছে, দেশের মধ্যে গাছ মাস্টার ভবানীবাবু আসাম, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা রাজ্যে এবং অযোধ্যা পাহাড়ের চূড়ায় ও পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে এবং সমতলেও গাছ বসান। তাছাড়া তিনি বাঘমুন্ডি, শুশুনিয়াপাহাড়, মুকুটমণিপুর, বোলপুর, তারাপীঠ ও কলকাতার সুভাষ সরোবরে বহু গাছ লাগান। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সারা বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে। এ সংকট, কোনও একটি জাতি বা দেশের নয়, এ সংকট বিশ্বজুড়ে। তাই এই বিশ্বকে সুস্থ রাখতে ও সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলতে ভবানীবাবু গাছ বসিয়ে চলেছেন। দিন দিন কমতে থাকা বট, কদম, বকুল, কৃষ্ণচূড়া গাছ লাগাচ্ছেন তিনি। নিজে গাছ লাগানোর পাশাপাশি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের ও নিজের শিশু পুত্র থেকে শুরু করে কচিকাঁচাদের হাতে চারা গাছ তুলে দিচ্ছেন এবং তাদের গাছ বসাতে উৎসাহিত করছেন। জানা গেছে, ভবানীবাবুর ছেলে অভিনন্দনের জন্মদিনেও ৫০০ মেহগনি চারা গাছ বিতরণ করা হয়। ওনার ছোট্ট পাঁচ বছরের ছেলে অভিনন্দনও বাবার হাত ধরে প্রায় ২৫ টি গাছ ইতিমধ্যে লাগিয়েছে। এই মহান কর্মে আরামবাগ হাইস্কুল তাঁর পাশে আছে। স্কুলের বিভিন্ন ভবনের বারান্দায় তিনি গাছ লাগান। পাশাপাশি স্কুলের মাঠের ধারে সারিবদ্ধ ভাবে গাছ লাগানো হয়। আসলে মানুষের বহু নেশার মধ্যে এই গাছ মাস্টারের গাছ লাগানো এক নেশা। এমনটাই বলেন আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায়। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা তাদের প্রিয় শিক্ষক তথা পরিবেশ প্রেমী শিক্ষককে গাছ মাস্টার বলে ডাকে।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে বরিষ্ঠ নাগরিকদের জাদুঘর দেখাল হেরিটেজ সোসাইটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বরিষ্ঠ নাগরিকদের জাদুঘর দেখাল হেরিটেজ সোসাইটি। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে জাদুঘর ঘুরে দেখল দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রবীণ নাগরিকেরা। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন জানালেন, বালুরঘাটে থাকলেও এই প্রথম বার তাঁরা এই জাদুঘর দেখতে এসেছেন। চঞ্চল সিকদার, ভক্ত গোপাল সাহা, চিত্রা ভট্টাচার্যরা জানালেন, এই প্রথম বার তাঁরা জাদুঘরে এসেছেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের এত ঐতিহাসিক ঐতিহ্যশালী সম্পদ দেখে চমৎকৃত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, দুষ্প্রাপ্য ও ঐতিহাসিক সব সামগ্রী ছড়িয়ে রয়েছে জাদুঘরে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জাদুঘরে পাল সেন যুগের প্রচুর মূর্তি আছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে আছে বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, চণ্ডী, শিব, দ্বারপাল ইত্যাদি। আছে বিভিন্ন যুগের মুদ্রা। এইসব দেখেই বিস্মিত হলেন মৌসুমী পাল। তিনি বলেন, 'উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে বাড়ি, বিবাহ সূত্রে বালুরঘাটে থাকি। এই প্রথমবার এখানে এলাম। খুব ভালো লাগছে এত কিছু জেনে। এরপরে আমি অবশ্যই আমার সন্তানকে নিয়ে আসব।' জানা গিয়েছে, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ানোর জন্যই প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। অন্যদিকে, ২০১১ সালে স্থাপিত দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটি প্রতিবছর এই দিনটি উদযাপন করে মর্যাদার সঙ্গে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মিউজিয়ামে অতীতের যে নিদর্শন রাখা আছে, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের যে স্মারক সমূহ রাখা

আছে জাদুঘর দর্শন করলে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে একটি থিম নির্বাচন করা হয়। এবারের থিম ছিল 'দ্য ফিউচার অফ মিউজিয়ামস ইন দ্য রেপিডলি চেঞ্জিং কমিউনিটিস'। এবিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর হেরিটেজ সোসাইটির পক্ষে সম্পাদক দীপক মণ্ডল, কোষাধ্যক্ষ ঝন্টু হালদার বলেন, গত বছর আমরা নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের দেখিয়েছিলাম জাদুঘর। এবার দেখালাম বরিষ্ঠ নাগরিকদের।

কল্কে পাচ্ছেন না প্রবীণরা, সৃঞ্জয়ের সভায় রাজনৈতিক দাদাদের আমদানি

ভাড়াটে গায়কের জলসার টোপেও ফাঁকা মোহিত মঞ্চ

মেঘনাদ

কলকাতা কখনো মঞ্চে তাপস চ্যাটার্জি, দেবরাজ চক্রবর্তী! তো কখনো আবার তরুণ সাহা , সুদীপ্ত রায় , সুদীপ পোল্লে, পিয়াল চক্রবর্তীরা! মোহনবাগান নির্বাচন? না কি কর্পোরেশন ইলেকশন? ঠাওর করা মুশকিল! শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবের নির্বাচনী প্রস্তুতি সভার মঞ্চে থাকার কথা তো বাগান বরেণ্যদের! সবুজ মেরুন জার্সিতে যারা ঘাম ঝরিয়েছেন! গর্বের মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন মোহন জনতাকে! ক্লাবের প্রবীণ সদস্যদের সামনের সারিতে রাখলেও বলার কিছু ছিল না! শনিবার মিন্টু বাগের উদ্যোগে বেলেঘাটায় যে মনকাড়া ফ্রেম করে দেখিয়েছেন বর্তমান সচিব দেবাশীষ দত্তর অনুগামীরা! গৌতম সরকার, মানস ভট্টাচার্যদের পাশে প্রবীণ ক্লাব সদস্যরা! এটাই তো মোহনবাগানের সুস্থ সংস্কৃতির দস্তুর হওয়া উচিত। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারে সৃঞ্জয় গোষ্ঠীর মঞ্চ আলো করে তরুণ সাহা,সুদীপ্ত রায় ,পিয়াল চক্রবর্তী, দেবরাজ চক্রবর্তী, সুদীপ পোল্লেদের মতো রাজনৈতিক দাদারা! তাহলে কি ভোটে জিতে এলে এই দাদাদের অনুগামীরাই দাপিয়ে বেড়াবেন শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী, উমাপতি কুমারদের স্মৃতিতে ভরা ক্লাব লন?

সৃঞ্জয় বোসরা যুক্তি সাজাতে পারেন পিয়াল, তাপসরা রাজনৈতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত বলে কি মোহনবাগান সমর্থক হতে পারেন না? অবশ্যই পারেন! কিন্তু রাজনৈতিক দাদা কাম মাসলম্যানদের 'জো হুজুর' বলে মঞ্চে তোলার ইঙ্গিতটা বোঝার মত বিচক্ষণতা বাগান জনতার রয়েছে! না কি ভোটের হাওয়ায় নিজেকে প্রতাপশালী, প্রভাবশালী প্রমাণ করতেই দেবরাজ চক্রবর্তী, তরুণ সাহা , সুদীপ্ত রায় , সুদীপ পোল্লে , পিয়াল চৌধুরীদের আমদানি করছেন সৃঞ্জয়! মোহনবাগান সদস্যদের মনে উঁকি দিতে শুরু করেছে প্রশ্নটা! প্রশ্ন উঠছে সৃঞ্জয়ের দলের মধ্যেই! একে তো সৃঞ্জয় পুত্র অরিঞ্জয়ের নবাবি হালচাল আর খুসখুসে হঠকারিতায় ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। বাগান জনতা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার আগে নিশ্চয়ই ভেবে দেখবেন কাদের হাতে ক্লাব তুলে দেবেন তারা!

এখানেই শেষ নয়। শনিবার স্তাবক সাংবাদিকদের ভিড়ে ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবে প্রেস কনফারেন্স শেষে অপ্রিয় সত্য প্রশ্নের মুখে কখনো তোতলালেন, কখনো মেজাজ হারালেন সৃঞ্জয়! জনৈক মহিলা সাংবাদিককে বললেন,ক্ষ্মআপনার প্রশ্নের উত্তর দেব না!ক্ষ্ম সৃঞ্জয় বাবু প্রশ্নটা তো ব্যক্তি সৃঞ্জয়কে নয়! ক্লাব নির্বাচনে সচিব পদপ্রার্থী সৃঞ্জয়কে। প্রশ্ন অপ্রিয় হলেও উত্তর দিতে আপনি বাধ্য। না কি ভোটে বাই চান্স জিতে এলে আপনার চেহারাটা কি রকম হতে পারে তারই ট্রেলার দেখালেন আপনি ?

বাগান জনতা মুখোশ ছেড়ে মুখ চিনে নিতে শুরু করেছে। তাই দিশেহারা দেখাচ্ছে সৃঞ্জয় গোষ্ঠীকে। শতাব্দী প্রাচীন ক্লাবে সাফল্যের মাপকাঠি তো ট্রফি! দেবাশীষ দত্তর জমানায় যে জায়গাটায় প্রশ্ন তুলতেই পারছেন না সৃঞ্জয়রা! আর তাতেই কি বিভিন্ন ভাবে মুখোশের আড়াল নিতে হচ্ছে ময়দানের টুম্পাইবাবুকে? না হলে মোহনবাগান নির্বাচনের প্রস্তুতি সভায় পয়সা দিয়ে নচিকেতা চক্রবর্তীকে এনে জলসা করানোর প্রয়োজন পড়ছে কেন? আসলে সদস্যরা মুখ ফেরাতে শুরু করেছেন! কাজের মানুষ দেবাশীষ দত্তকেই আবারো সচিবের মসনদে দেখতে চাইছেন বাগান জনতা। ভবিষ্যতের কপাল লিখন পড়া শুরু হয়ে গেছে সৃঞ্জয়দের। এমনিতেই লোকজন তেমন ভিড়ছে না বোস পরিবারের বড় ছেলের নাট্য পালা দেখতে! রবিবার উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ার মোহিত মঞ্চে বাগান ভোটের প্রস্তুতি সভার দায়িত্বে ছিলেন সিদ্ধার্থ রায় ওরফে পপ । বালিগঞ্জে বোস পরিবারের ড্রইং রুমের দরজায় জল, তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সিদ্ধার্থর প্রস্তুতি সভায় অর্ধেক আসন ফাঁকা রইল। হাতে গোনা যে কজনকে গেঞ্জি, প্যাকেটের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারাও সৃঞ্জয় বলতে ওঠার আগেই পগার পার। ভাড়াটে গায়কের গান বাজনা শুনেই নয়-দুই এগারো।

তবে পিকচার আভি বাকি হ্যায়। শোনা যাচ্ছে বৃহস্পতিবারের সাংবাদিক সম্মেলনের স্থান ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব থেকে সরিয়ে দক্ষিণের এক সাত তারা হোটেলে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে দেবাশীষ দত্তকে। আর বোস পরিবারের হেঁসেলের খবর যারা রাখেন, তারা জানেন দক্ষিণ কলকাতার এই হোটেলের নামে শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায় বোস পরিবারের জেনারেশন থার্ডের। কেন? ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হলে সেই গল্প জানবে বাগান জনতা। সবে তো কলির সন্ধ্যে বোস বাবাজি! দিল্লি আভি দূর হ্যায়!

মোহনবাগানের নির্বাচনী প্রচার না বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দলের! সিদ্ধার্থ (পপ) রায়ের উদ্যোগে সৃঞ্জয় বসুর সমর্থনে পাইকপাড়ায় মোহিত মঞ্চ জুড়ে চলল রাজনৈতিক নেতাদের দাপাদাপি।

সৃঞ্জয় বসুর মন ভোলানো অনুষ্ঠান করলেও, ফাঁকা চেয়ারের সংখ্যাই বেশি দেখা গেল মোহিত মঞ্চে। ১ নম্বর বরো চেয়ারম্যান ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা তরুণ সাহা স্বীকারও করে নিলেন সেই কথা।

মধ্য কলকাতায় সবুজ মেরুন ফ্যানেদের উদ্যোগে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে দেখা গেল চাঁচাছোলা দেবাশিস দত্তকে। যে প্রচারে ছিল উপচে পড়া সবুজ মেরুন সদস্যদের ভিড়।

সিদ্ধার্থ রায় আয়োজিত তোমাকে চাই অনুষ্ঠানে সৃঞ্জয় বোসের সমর্থনে মঞ্চে গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তী , তবু ভরল না মঞ্চ।

সৃঞ্জয় শিল্পী এনে মন ভোলাচ্ছেন গানে-কবিতায়, দেবাশিস-সোহিনীরা আঙুল 'তুলছেন' অঞ্জন অপমানের

নির্বাচনী প্রচারে জমে উঠেছে দু'পক্ষের খেলা

অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়

সুপার সানডেতে সরগরম ময়দান। শনিবার উত্তর কলকাতার বেলেঘাটায় মিন্টু বাগদের আয়োজনে জমজমাট নির্বাচনী প্রচার সারেন দেবাশিস দত্ত। যেখানে মিন্টু বাগের আমন্ত্রণে হাজির গৌতম সরকার, মানস ভট্টাচার্যরা। ছিলেন সোহিনী মিত্র চৌবে, সন্দীপন, উত্তম সাহারাও। একইভাবে বাগুইআটির তেঘরিয়ায় শিশির ঘোষ, শিল্টন পালদের নিয়ে প্রচার সারেন সৃঞ্জয় বোসও। রবিবারও একই ছবি। পাল্লা দিতে গিয়ে উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ায় মোহিত মঞ্চে জগন্নাথ বসু, উর্মিমালা বসু, নচিকেতা, লক্ষ্মীরতন শুক্লাদের নিয়ে যখন প্রচার সারলেন সৃঞ্জয়, তখন মঞ্চে একঝাঁক কাউন্সিলর। চমক দিতে আবার প্রাক্তন সচিব শম্ভু ঘোষকে এনেছিলেন।

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে যখন মন ভরে গেছে ভেবেছেন সৃঞ্জয়, বিকেলে মধ্য কলকাতা মোহনবাগান সদস্যবৃন্দের ডাকে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রয়াত অঞ্জন মিত্রের মেয়ে সোহিনী মিত্র চৌবে। কে না জানে, মোহনবাগানের অন্যতম সফল সচিব অঞ্জন মিত্র ছিলেন? তাঁকে যে অপমান করতে, কাঁদাতে ছাড়েনি বসু পরিবার সেটাই পর্দা ফাঁস করে দেন। চেয়ারের লোভেই যে বসু পরিবার এমন হেনস্থা করেছে সেই অভিযোগও সরাসরি তোলেন। প্রতি প্রচারেই যখন ঝড় তুলছেন সোহিনী মিত্র চৌবে, দেবাশিস দত্তরা, তখন রবি সন্ধেয় হাওড়ায় সৃঞ্জয়ের সভায় হাজির হয়ে বাজার গরম করলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে গুঞ্জন ছিল রবিবাসরীয় সন্ধেতেই টুটু বসু ছেলের হয়ে আসরে নামবেন, তবে তা হয়নি। সব মিলিয়েই বাগানে ফুল ফোটাতে বদ্ধপরিকর সবাই। খেলা চলছে যেন অ্যাটাক-কাউন্টার অ্যাটাকে।

বেলেঘাটায় মোহন বাগানের বিজয় উৎসব সঙ্গে দেবাশিস দত্ত শিবিরের নির্বাচনী প্রচার। কেক কেটে বিজয় উৎসব পালন করলেন মোহন সমর্থকরা।

মোহন সমর্থকরা অপেক্ষা করলেও হাওড়ার সৃঞ্জয় বসুর শিবিরের প্রচারে এলেন না টুটু বসু। সৃঞ্জয় বোসের নির্বাচনী প্রচারে সেই একই মুখ।

রাজস্থানের ঝড় থামিয়ে নায়ক হরপ্রীত

আইপিএলের প্লে-অফ কার্যত নিশ্চিত পাঞ্জাব কিংসের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের প্লে-অফ কার্যত নিশ্চিত করে ফেলল পাঞ্জাব কিংস। রবিবার জয়পুরে রাজস্থান রয়্যালসকে ১০ রানে হারিয়ে। ২০১৪ সালের পর আর শেষ চারে যেতে পারেনি পাঞ্জাব। শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন কলকাতা নাইট রাইডার্স গতবার আইপিএল খেতাব জিতলেও এবার ছিটকে গিয়েছে। সেই শ্রেয়সের নেতৃত্ব এখন প্রথমবার খেতাবের আশা দেখাচ্ছে পাঞ্জাবকে।

সওয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে টস জিতে পাঞ্জাব কিংস ব্যাটিং নিয়ে ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২১৯ রান তোলে। পাঁচটি করে চার ও ছয়ের সাহায্যে ৩৭ বলে ৭০ করেন নেহাল ওয়াধেরা। শশাঙ্ক সিং ৩০ বলে ৫৯ ও আজমাতুল্লাহ ওমরজাই ৯ বলে ২১ রানে অপরাজিত থাকেন। শ্রেয়স করেন ৩০। তুষার দেশপাণ্ডে নেন ২ উইকেট।

এরপর ঝোড়োগতিতে রান তাড়া শুরু করে রাজস্থান রয়্যালস। ৪.৫ ওভারে ৭৬ রানে ভাঙে ওপেনিং জুটি। বৈভব সূর্যবংশী আউট হয় ১৫ বলে ৪০ রান করে। বৈভবের পর যশস্বী জয়সওয়ালকেও ফেরান ইমপ্যাক্ট সাব হরপ্রীত ব্রার। যশস্বী ২৫ বলে ৫০ করার ফাঁকে নিশ্চিত করে ফেলেন কমলা টুপি। ৩১ বলে ৫৩ করেন ধ্রুব জুরেল। অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন করেন ২০। রিয়ান পরাগ (১১ বলে ১৩) হরপ্রীতের তৃতীয় শিকার। রাজস্থান রয়্যালস শেষ অবধি তোলে ৭ উইকেটে ২০৯ রান। ম্যাচের সেরা হরপ্রীত ৪ ওভারে ২২ রান দিয়ে তিন উইকেট নেন। মার্কো জানসেন এবং ওমরজাই নেন ২টি করে উইকেট। অর্শদীপ সিং ৪ ওভারে ৬০ রান দেন, উইকেট পাননি। ১২ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট হলো পাঞ্জাব কিংসের। ১৩ ম্যাচে মাত্র ৬ পয়েন্ট রাজস্থানের ঝুলিতে।

ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে তিন উইকেট, পাঞ্জাবের জয়ে নায়ক হরপ্রীত ব্রার। ছবি- আইপিএল।

বোলপুরে মহারাজকীয় সংবর্ধনা

চেষ্টা করলেই ঝুলনের মতো সাফল্য মিলবে: সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বোলপুরে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জনতার ঢল। জেলা সফরে মুর্শিদাবাদ, হুগলি, মালদহের পর রবিবার সৌরভ হাজির হন বীরভূম জেলায়। মঞ্চে ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। সৌরভ বলেন, অনুব্রতবাবুর সঙ্গে ১০ বছর পর দেখা হলো। আগে হয়েছিল রামপুরহাটে। এই প্রথম বোলপুর, শান্তিনিকেতনে আসা। সৌরভ বক্তব্য শুরুর সময় অনুব্রত বলেন, কোচিং করিয়ে দাও।

ছাত্র-যুবদের উৎসাহিত করতে সৌরভ ঝুলন গোস্বামীকে পাশে নিয়ে বলেন, চেষ্টা করলেই সাফল্য মিলবে। পড়াশোনা, খেলাধুলো, গান-বাজনা, জীবনের সব ক্ষেত্রেই।

চাকদহের মেয়ে, জেলার মেয়ে ঝুলন ভারতের গর্ব। বীরভূম থেকে অনেকে কলকাতায় খেলতে যান। সিএবি তাঁদের সব সময় সাহায্য করে। ঝুলন পারলে বীরভূম থেকেও তাঁর মতো ক্রিকেটার উঠে আসা সম্ভব। ঝুলন বলেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য শোনার পর আমি দেখতে চাইব সব ধরনের খেলা খেলতে ছেলে-মেয়েরা এই মাঠ, স্টেডিয়াম ভরিয়ে রাখে।

ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেটবল, ক্যারাটে-সহ বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রে বীরভূম জেলার কৃতীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় সৌরভের হাত দিয়ে। বীরভূমের সকলকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। একটি ক্লাবকে অ্যাস্ট্রোটার্ফ, বোলিং মেশিন দেওয়া হলো।

বীরভূমের সাংসদ অসিত মাল স্টেডিয়ামে ক্রিকেটের পরিকাঠামো উন্নয়নে চার কোটি টাকা দেওয়ার কথা জানান। সৌরভ বলেন, বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থা, বোলপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা এই অর্থ সঠিকভাবেই ব্যয় করবে বলে আশা রাখি।

বোলপুরে সংবর্ধিত সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বীরভূম জেলার ক্রীড়ার উন্নয়নে দেখালেন দিশা।

বাংলাদেশকে উড়িয়ে অনূর্ধ্ব ১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাফ অনূর্ধ্ব ১৯ খেতাব ধরে রাখল ভারত। টাইব্রেকারে বাংলাদেশকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ১-১। ম্যাচের ২ মিনিটে অধিনায়ক সিঙ্গামায়ুম শামির গোলে এগিয়ে যায় ভারত। ৬১ মিনিটে মহম্মদ জয় আহমেদের গোলে সমতা ফেরায় বাংলাদেশ। টাইব্রেকারে রোহেন সিং গোল করতে না পারায় চাপে পড়েছিল ভারত। যদিও বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়জলের শট ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যেতেই ভারতীয় শিবিরে স্বস্তি মেলে। ভারতের গোলকিপার সুরজ সিং আহেইবাম রুখে দেন সালাউদ্দিন শাহেদের শট। অধিনায়ক শামির শেষ শট জালে জড়াতেই নিশ্চিত হয় খেতাব।

একদিন আমার দেশ/আমার দুনিয়া

পাকিস্তানে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির গুলিতে মৃত্যু লস্কর জঙ্গি সইফুল্লা খালিদের

ইসলামাবাদ, ১৮ মে: অজ্ঞাত বন্দুকবাজের গুলিতে পাকিস্তানে খতম ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড লস্কর জঙ্গি সইফুল্লা খালিদ। পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির এলোপাথাড়ি গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তার। ভারতের মাটিতে ৩টি বড় জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড ছিল এই সইফুল্লা। কে বা কারা এই জঙ্গিকে হত্যা করল তা জানা না গেলেও, মোস্ট ওয়ান্টেড এই জঙ্গির মৃত্যু ভারতের জন্য যে স্বস্তির খবর তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জানা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে নেপালে লস্করের সংগঠন বাড়ানোর দায়িত্বে ছিল এই সইফুল্লা। সেখান থেকেই ভারতের একের পর এক জঙ্গি হামলা চালায়। ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ নেপালে এই জঙ্গির অবস্থান জেনে যাওয়ায় সম্প্রতি সেখান থেকে পাকিস্তানে ফিরে আসে। লস্কর জঙ্গি গোষ্ঠী ও পাক সেনা তাকে সিন্ধে গা ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। তবে এতকিছুর পরও অবশ্য অজ্ঞাতপরিচয়ের হাতে মৃত্যু হল এই জঙ্গির। জানা যাচ্ছে, রবিবার দিনদুপুরে সিন্ধের মলতি ফলকারা চক এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় কেউ গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় সইফুল্লাকে।

তদন্তকারীদের তরফে জানা যায়, পাকিস্তান থেকে নেপালে ঘাঁটি গেড়ে থাকার সময় বিনোধ কুমার নাম নেয় সইফুল্লা। নিরাপত্তাবাহিনীর চোখে ধুলো দিতে এমন বহু নাম ব্যবহার করেছে এই জঙ্গি। গোয়েন্দা বিভাগের তরফে জানা যায়, ২০০৬ সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে আরএসএসের সদর দপ্তরে হামলা, ২০০১ সালে রামপুরে সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলা, ২০০৫ সালে বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের অডিটরিয়ামে আন্তর্জাতিক সম্মেলন চলাকালীন জঙ্গি হামলার ঘটনার নেপথ্যে ছিল এই জঙ্গি।

পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর, অপারেশন সিন্দুরের পর এই বিষয়ে অবগত গোটা বিশ্ব। পহেলগাঁও হামলার প্রত্যাঘাতে পাকিস্তান ও অধিকৃত অকাশ্মীরে ৯ জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ভারত। তারপরও অবশ্য কুকুরের লেজ সোজা হয়নি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া তো দূর সন্ত্রাসীদের মৃত্যুতে তাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে দেখা গিয়েছিল পাক সেনা আধিকারিকদের। সেই ছবি ভারত সরকার প্রকাশ্যে আনার পর বিশ্বজুড়ে সমালোচনার মুখে পড়ে পাকিস্তান।

Chairman, Diamond Harbour Municipality, Invites e-tender for execution of 05 (Five) nos. of Civil work from all Govt. contractors having credential of similar nature of work. **NIT No. WBMAD/ULB/DHM/NIT-01/346(e)/2025-26. Bid Submission Start Date : 19.05.2025. Bid Submission End Date: 26.05.2025.**

Detailed information available in the departmental website :

www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman
Diamond Harbour Municipality
South 24 Parganas

TENDER

E- Tenders are invited by the Prodhan, **Karimpur- I Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. E-5/KGP-I/15thSFC/2025-26, E-6/5thCFC/KGP-I/2025-26, E-7/5thCFC/KGP-I/2025-26**, Last date of submission **27.05.2025 up to 15:00 p.m**. For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan,
Karimpur- I Gram Panchayat.

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
Mahendraganj Sagar South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

eTenders are being invited from the bidders w.r.t. **Tenders ID No 2025_ZPHD_848105_1** dt-17-05-2025 to **2025_ZPHD_848105_6** dt-17-05-2025, **2025_ZPHD_848138_1** dt- 18-05-2025 to **2025_ZPHD_848138_4**, dt-18-05-2025 and **2025_ZPHD_848139_1**, dt-18-05-205. Last date of tender dropping **26-05-2025, up to 18.00 P.M**. and opening date of tender **29-05-2025, at 10.00 A.M**. For details plz. See the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Prodhan
Dhaspara Sumatinagar-I Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার ● ১৯ মে ২০২৫ ● পেজ ৮

শিশুদের আত্মসংবৃত্তি

এখন মিলছে এই সমস্যা সমাধানের সঠিক পথও

ডাঃ শামসুল হক

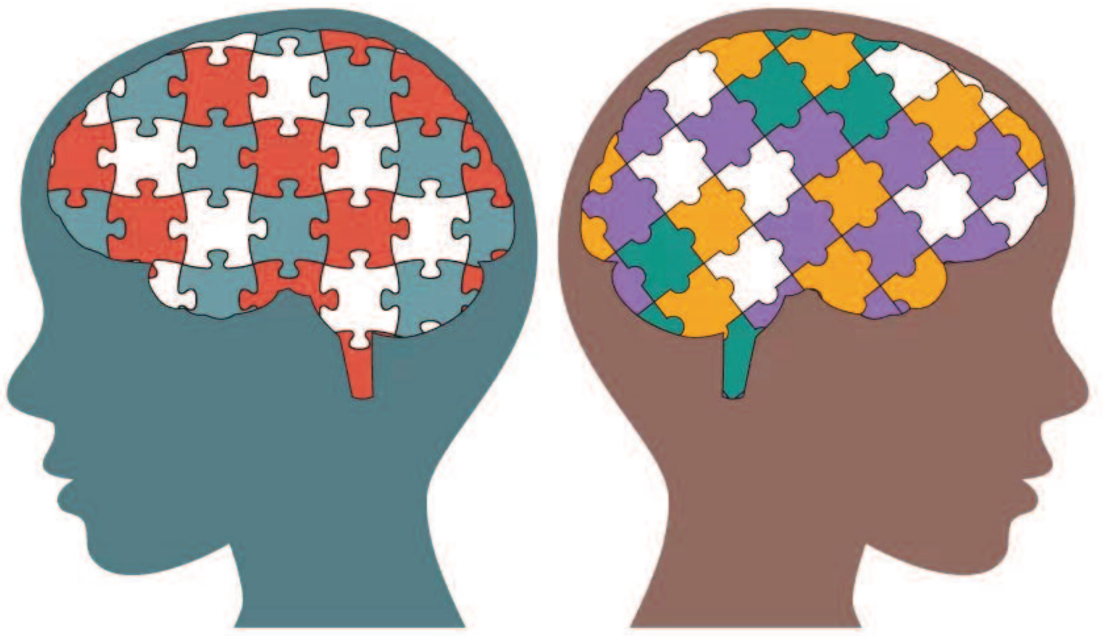

অটিজম অর্থাৎ আত্মসংবৃত্তি হল ছোটছোট শিশুদের জীবনে ঘটে যাওয়া এমনই একটা রোগ যা তাদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে পারে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতারও । অত এব সুখ শান্তিতে ভরপুর এবং সদাই হাসিখুশিতে থাকা একটা পরিবারের মধ্যে যদি অতি আচম্বিতেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটে তাহলে সেই সংসারের যে কি বেহাল দশা হতে পারে সেটা অনুমান করা যেতে পারে অতি সহজেই।

তখন কর্পূরের মতোই উবে যেতে পারে সমস্ত সাধ আহ্লাদ এবং সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাও। বলাই বাহুল্য, তাঁদের দুধের শিশুটা যখন তার নিজস্ব আচার আচরণের মধ্যে প্রকাশ করে অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গি তখন কোন অভিভাবকেরই আর স্থির থাকা সম্ভব নয়। সেইসময় একরাশ হতাশা নিশ্চিতভাবেই বাসা বাঁধে তাঁর মানস হৃদয়ে এবং শেষ করে দেয় আগামী দিনের যাবতীয় ভাবনা চিন্তাও।

অসহায় সেইসব মানুষজনদের কথা ভেবে আমাদের সরকার ও নিয়েছেন উন্নয়নমূলক অনেক কর্মসূচিও । কোন একটা পরিবারের কোন এক সদস্য যদি সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার সুচিকিৎসার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্য, দুই সরকারের তরফ থেকেই নেওয়া হয়েছে বিশেষ প্রস্তুতিও।

এখন প্রতিটি জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে একটা করে চিকিৎসা কেন্দ্রেরও। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ অনেক জেলা হাসপাতালে এতদিন চলত এই রোগের চিকিৎসা। কিন্তু সেটা অনেকের কাছেই তেমন একটা সহজসাধ্য ছিল না । বিশেষ করে গ্রাম বাংলার অনুন্নত অঞ্চলের মানুষেরা এতদিন সেই সুযোগটুকু পেতেন না । এখন সরকারের তরফ থেকেই তাঁদের জন্যই আনা হয়েছে বহুবিধ সুযোগ সুবিধাও ।

সেইসব চিকিৎসা কেন্দ্রের দরজা এবার দিবারাত্র খোলা থাকবে অটিজম আক্রান্ত অসহায় শিশুদের সুচিকিৎসারই জন্য। সেখানে থাকবে স্পিচ থেরাপি সহ অন্যান্য আরও অনেক থেরাপির আয়োজনও। আর তাদেরই সঠিক প্রয়োগে একটা সময় রোগীরাও ফিরে আসবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যেও । শুধু তাই নয়, সরকারের তরফ থেকে সেখানে প্রদান করা হবে প্রয়োজনীয় শংসাপত্রও। সুতরাং রোগে আক্রান্ত রোগীদের পরিবার ও অতি সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন সব ধরণের সুযোগ সুবিধাও। এখন রাজ্য সরকার অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের পরিবারকে এক হাজার টাকা ভাতা দিয়ে থাকে । কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকেও নেওয়া হয়েছে অনেক উদ্যোগ। চালু হয়েছে বিশেষ পরিচয়পত্রও। আর সেটা দেখিয়েই দেশের যেকোন হাসপাতালেই তারা পাবে চিকিৎসার সমস্ত সুযোগ সুবিধাও। সেইসঙ্গে ট্রেনে যাতায়াতের জন্য পাবে টিকিটের ছাড় ও ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে অটিজম রোগের জন্ম হতে পারে জিনগত সমস্যারই কারণে। আবার হতে পারে পরিবেশগত নানান সমস্যা হেতুও । আছে বংশগত কিছু কারণও। সাধারণতঃ দেড় থেকে দু বছর বয়স্ক শিশুদের আচরণের মধ্যেই প্রকাশ পায় এই রোগের আসল লক্ষণগুলো । সেইসময়ই তাদের অনেক অস্বাভাবিক আচরণের মধ্যেই ধরা পড়ে সবকিছু । তখন তাদের কাছাকাছি থাকা অন্য সব বাচ্চাদের আচার ব্যবহার এবং তাদের চালচলন, এই দুয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না কোন সামঞ্জস্যও । তখন তাদের মধ্যে আবার শারীরিক কোন সমস্যাও দেখা যায় না বলে রোগ চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিলম্ব ও হয়ে যায় । তবে অভিভাবকদের চোখে একটা সময় ধরা পড়ে সবই। আর তখন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতেই হয়।

একটা শিশু যখন মাতৃগর্ভে ভ্রূনের আকারে অবস্থান করে তখনই সে নিয়ে আসতে পারে জিনগত এই অসুবিধা । তবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পায় না অসুখের কোন লক্ষণই । বস্তুতঃ সেটা সম্ভবও নয়। তবে তাদের কথা বলা, নড়াচড়া, খাওয়া দাওয়ার ধরণ ইত্যাদি দেখেই বিশেষজ্ঞরা সবকিছু অনুমান করে নিতে পারেন।

অটিজম স্পেকট্রাম ডিস অর্ডার সংক্ষেপে যাকে বলে এ.এস.ডি তা হল বিকাশগত অক্ষমতারই একটা প্রতিফলন মাত্র। সেটা ঘটে থাকে মস্তিষ্কের পার্থ্যকের ই কারণে। এই রোগের প্রকোপ আবার গ্রাম্য এলাকার চেয়ে শহারাঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। দীর্ঘ গবেষণার পর দেখা গেছে মেয়ে শিশু অপেক্ষা ছেলে শিশুদের এই রোগ যেন আক্রমণ করে একটু বেশি পরিমাণেই। আর এই রোগের নির্নয়ের ক্ষেত্রেও দেখা দিতে পারে নানান অসুবিধাও। কারণ রক্ত পরীক্ষা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে রোগ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে আসাও সবসময় সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে শিশুদের আচার আচরণ এবং বিকাশের দিকে নজর রেখেই সবকিছু বুঝে নিতে হয়। তবে রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসারা খুব বেশি ওযুধ ব্যবহার করেন না। শিশুরা যেহেতু কথা বলতে পারে না। অথবা বললেও তার মধ্যে থাকে না স্বাভাবিকতা, তাই চিকিৎসকরা স্পিক থেরাপিরই আশ্রয় নেন। সেইসঙ্গে কিছু ব্যায়ামও ।

এই মুহূর্তে অবশ্য কমতে শুরু করেছে অটিজমের সমস্যাও । সেজন্য আমরা আমরা নিশ্চিতভাবে ঋণী থাকব চিকিৎসা বিজ্ঞানের ই কাছে । তার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু সরকারি সুযোগ সুবিধাও

অতএব সবকিছু মিলেমিশে এক হয়েই এখন অনেক অসহায় শিশু ফিরে আসছে স্বাভাবিক জীবনে এবং সেটা দেখে সকলের মুখে ফুটে উঠেছে পরিতৃপ্তির হাসিও।

অটিজম স্পেকট্রাম ডিস অর্ডার সংক্ষেপে যাকে বলে এ.এস.ডি তা হল বিকাশগত অক্ষমতারই একটা প্রতিফলন মাত্র। সেটা ঘটে থাকে মস্তিষ্কের পার্থ্যকেরই কারণে। এই রোগের প্রকোপ আবার গ্রাম্য এলাকার চেয়ে শহারাঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। দীর্ঘ গবেষণার পর দেখা গেছে মেয়ে শিশু অপেক্ষা ছেলে শিশুদের এই রোগ যেন আক্রমণ করে একটু বেশি পরিমাণেই। আর এই রোগের নির্নয়ের ক্ষেত্রেও দেখা দিতে পারে নানান অসুবিধাও। কারণ রক্ত পরীক্ষা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে রোগ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে আসাও সবসময় সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে শিশুদের আচার আচরণ এবং বিকাশের দিকে নজর রেখেই সবকিছু বুঝে নিতে হয়।

শারীর শিক্ষা

বিভিন্ন সুযোগ

ড. জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

গত ৭ এপ্রিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের পছন্দের কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ। আজকে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনার কি কি সুযোগ আছে , তাই নিয়ে কিছু পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । গত ২০১৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষাকে সামান্য নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে চালু করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দেরীতে হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ বাদে কলা এবং বাণিজ্য বিভাগে যে সব বিষয় পড়ানো হয় , এবং সেই সব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় যে কাজের পরিধি আছে, আমার মতে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে, তার চেয়ে অনেক বেশী পেশাগত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। প্রথমত এখন যেহেতু স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা কোর্স পড়ানো হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারও সুযোগ রয়েছে, তাই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। যেমন স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং অধ্যাপনার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্স (বি পি এড বা এম পি এড) করে কেন্দ্রীয় সরকারের স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার অধীনে বিভিন্ন খেলার কোচিং ডিগ্রী কোর্স করা যায়। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের বিভিন্ন খেলার কোচ হিসাবে নিয়োগ পাওয়া যায়। তাছাড়া ক্ষ্মযোগক্ষ্ম এর উপরে ডিপ্লোমা এবং মাস্টার্স কোর্স করেও কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। শুধু ‘যোগ’ ব্যায়ামের উপর কোর্স করে যোগ ব্যয়াম কেন্দ্র করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রতিটি জেলায় থাকে একজন শারীর শিক্ষা এবং যুব কল্যান আধিকারিক (DOPE) এবং একজন সংগঠক (Organizer) । শারীর শিক্ষার উপর কোর্স করে রাজ্য সরকারের এই অফিসার পদে কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা বা মাস্টার্স কোর্স করে সুযোগ রয়েছে ফিজিওথেরাপি কোর্স করার। আর বর্তমানে ফিজিওথেরাপি খুবই জনপ্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই কোর্স করেও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিবছর গেমস এন্ড স্পোর্টসের উপর কোটি কোটি ডলার খরচ করা হয়। তাই খেলাধুলা শুধু বিনোদন নয়, খেলাধুলা আক্ষরিক অর্থেই এক বৃহৎ শিল্প। এই শিল্পের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা। সেখানে দরকার উন্নত প্রযুক্তির। আর এই কাজটি করতে পারে শারীর শিক্ষার পর খেলাধুলার সাথে যুক্ত বিভিন্ন কোর্স করে। বর্তমানে আর একটি কোর্স খুবই জনপ্রিয়। তা হলো স্পোর্টস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স। আছে পিচ কিউরেটর , বিভিন্ন খেলার ক্রীড়া পরিচালক, স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোর্স ইত্যাদি।

বর্তমানে ক্রীড়া বিজ্ঞান অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা খেলোয়াড়দের উন্নত দক্ষতার উন্নয়নের সহায়ক।

তাই আমি মনে করি শুধু সাধারণ ডিগ্রি কোর্সে বাংলা ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্র বিজ্ঞান , দর্শন ইত্যাদি বিষয় থেকে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী। যদিও এখনো আমাদের দেশে শারীর শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা কম। সরকারও উদাসী । তারপরেও এই বিষয়টি কোনো একজনকে দিতে পারে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ।

সম্পর্কে মানসিক মেলবন্ধন গড়ছে সেপারেশন ম্যারেজ

শুভজিৎ বসাক

প্রকৃতির নিয়মে কোনও মানুষ নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাস করতে পারে না, তাই জীবনসঙ্গী হিসাবে মানুষ কাউকে পাশে পেতে চায়। এই কারণে একজন পুরুষ এবং একজন নারী নিজেরা একে অন্যকে বুঝে একত্রে বসবাস করে সন্তান এবং স্নেহ-ভালবাসা উপভোগ করতে চায় এবং সেখান থেকে বিবাহ ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে। আবার অনেকের মতে বিয়ে মানেই স্বাধীনতা চলে যাওয়া, নিজেদের পছন্দকে আপোস করে মানিয়ে চলা আর এই কারণে দিনদিন বাড়ছে বিয়েভীতি। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে এশিয়ার দেশ জাপানে বিয়ে নিয়ে নতুন ধারা প্রচলিত হয়েছে ‘সেপারেশন ম্যারেজ’, আবার অনেকে একে ‘উইকএন্ড ম্যারেজ’ বলেও অভিহিত করে।

বেশ অনেক জাপানীরা যারা সপ্তাহান্তে বা বিচ্ছেদ বিয়ে করে তাদের ধারণা যে তারা তাদের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে সপ্তাহে একবার বা দু’বার দেখা করলে এটি বিয়ের পরেও তাদের স্বাধীনতার অনুভূতি বজায় থাকে। এছাড়াও এই বিচ্ছেদ বিয়েতে স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের ওপর আস্থা সাধারণ বিবাহিত দম্পতির চেয়ে বেশি তৈরি হয়। যারা বিচ্ছেদ বিয়ে করে তাদের একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, সম্মান তুলনামূলক বেশি জোরদার হয়। আবার কিছুক্ষেত্রে বিবাহিত দম্পতিরা একই ঘরে বাস করলেও একই ঘরে ঘুমায় না। কিছু দম্পতি এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদের পরে তাদের নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করেন। একই সময়ে, একই শহর বা সমাজ বা একই জনপদে বসবাস করেও কিছু লোকের প্রতিদিন দেখা হয় না। এই প্রবণতা বেশ অদ্ভুত বলে মনে হলেও জাপানীদের মতে এই ধরনের দম্পতিদের মধ্যে, একটি স্বাভাবিক দাম্পত্যে স্বামী-স্ত্রীর মতোই একটি সম্পূর্ণ মানসিক বন্ধন তৈরি হয়। এমন বিবাহের কারণ অনুসন্ধানে বিশেষজ্ঞদের কাছে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে যে জাপানের তরুণরা বিশ্বাস করে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে খুব ভালোবাসলেও বেশিরভাগ দম্পতির জীবনযাত্রায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। অনেকসময় এমন হয় যে স্ত্রী ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠে, অথচ স্বামীর বেলা পর্যন্ত ঘুমানোর অভ্যাস থাকে। জাপানে কারও ভালো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো খুবই খারাপ বলে মনে করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে আলাদা থাকার কারণে তারা ঘুম সহ অভ্যাস অনুযায়ী একে অপরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে না। এতে তাদের সম্পর্ক মজবুত হয়। জাপানে এটা বিশ্বাস করা হয় যে ভালো ঘুম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সবমিলিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতে, জাপানে জনপ্রিয় বিচ্ছেদ বিবাহের ইতিবাচক দিকটি হল সাধারণত বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী দু’জনের সংসারের প্রতি দায়িত্ব বেড়ে যায়। ব্যস্ততার কারণে নিজেকে সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে দিনদিন দাম্পত্যে সমস্যা বেড়েই চলে। কিন্তু বিচ্ছেদ বিবাহের ক্ষেত্রে এরকম কোনও জটিলতা সৃষ্টি হয় না বরং টান আরও প্রবল ও মজবুত হয়, সম্পর্কে ভাঙ্গনের ভয় থাকে না। বিশ্বাসও অক্ষুণ্ন রাখার প্রবণতা কাজ করে। তাই বর্তমানে জাপানের তরুণ প্রজন্ম মনে করে, বিয়ের পর আলাদা থাকাই শ্রেয় এবং বিষয়টি ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভারতে দিনদিন বিবাহবিচ্ছেদ প্রবণতা, বিবাহিত সম্পর্কে থেকেও পরকীয়া সম্পর্ক বেড়েই চলেছে, সেখান থেকে সম্পর্ক ও বিশ্বাস ভাঙ্গনের দৃষ্টান্ত কম নয় তাই জাপানবাসীদের মতো সপ্তাহান্তে বা বিচ্ছেদ বিয়ে সম্পর্কে গিয়ে নিজেদের গুরুত্ব ও মানসিক মেলবন্ধনকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার প্রবণতা গড়ে তুলতে পারলে বিয়ে নামক সম্পর্কটি নির্ভরতার এক অন্য নাম হয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে।